জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মার্শাল আর্ট

লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েদের এবার আত্মরক্ষার পাঠ রাজ্য সরকারি স্কুলে। ক্যারাটে, জুডো, তাইকোন্ডর প্রশিক্ষণ। প্রথমে রাজ্যের ২৫০টি স্কুলে শুরু হবে। পরে সংখ্যা বাড়বে

ফিরছে কি শীত?

ফের ছন্দে ফিরছে শীত। বছরের শুরুতে নিম্নমুখী পারদ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির ঘরে। সপ্তাহের মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা পশ্চিমে

কড়া পর্ষদ, কুড়ি মিনিট দেরি করে এলে লাল দাগ

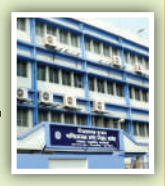

অবতরণের সময় দুই বিমানের ধাক্কা টোকিও বিমানবন্দরে, আগুনে মৃত পাঁচ

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩২ ● ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৭ পৌষ ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 232 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 3 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ৭২ ঘণ্টার উত্তাল প্রতিবাদ

অন্যায় সংহিতার জের দেশ স্তব্ধ ট্রাক ধর্মঘটে

মালিকরা সমঝোতায়, চালকরা অনড়

প্রতিবেদন : পরিবহণের কালা কানুন প্রত্যাহারের জন্য দেশ জুড়ে আন্দোলন - ধর্মঘট চালাচ্ছে ট্রাক ও লরি চালকরা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায় সংহিতা যে আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জেরে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে উত্তাল গোটা দেশ। এরই মধ্যে নির্লজ্জ বিজেপি সরকার পিছনের দরজা দিয়ে ট্রাক ও লরি মালিকদের হাত করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু চালকদের অনড় মনোভাবের ফলে তাদের টলানো যায়নি।

মালিকদের বিরুদ্ধে গিয়েই চালকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এই পরিবহণের কালা কানুন প্রত্যাহার বা ধর্মঘট চলবে।

কেন ধর্মঘট ?

- চালকের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড
- ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা
- পালিয়ে গেলে 'হিট অ্যান্ড রান' মামলা
- বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভ
- যোগীরাজ্যে পুলিশের গুলি
- কলকাতা ও জেলায় বিক্ষোভ
- জিনিসের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা

যোগী রাজ্যে চলল গুলি

সংশোধন না করলে তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। তাদের পক্ষে আর ভারতী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মালিকদের গোপনে কী কথা হয়েছে তা আমাদের জানা নেই জানতেও চাই না। তবে আমাদের দাবী না মানা পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে।

দেশ মানুষের উপর নিপীড়ন হয়ে উঠবে এই আইন। কায়েম হতে পারে পুলিশি রাজ। এই স্বৈরাচারী কালো আইনের মধ্যে যদি কোন পথ দুর্ঘটনা হয়ে কারও মৃত্যু হয় তাহলে ট্রাক ড্রাইভারদের (এরপর ১১ পাতায়)

গরিব মানুষকে পথে বসানোর চক্রান্তে বন্ধ

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের নিয়মের বিরোধিতা করে এবার গোটা দেশ জুড়ে রেশন ধর্মঘটের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ধর্মঘট। এর জেরে দেশের ৫ লাখের বেশি রেশন দোকান বন্ধ থাকবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য। গোটা রাজ্যে ১৮ হাজার রেশন দোকান বন্ধ থাকবে। আগামী ১৬ জানুয়ারি দিল্লির রামলীলা ময়দানে রেশন ডিলারদের সমাবেশ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওইদিন ডেপুটেশন জমা দেবেন তাঁরা। যাবেন সংসদ ভবনেও।

আন্দোলনকারী রেশন ডিলাররা জানাচ্ছেন, ইদানীংকালে নেটওয়ার্ক সমস্যা বা আঙুলের ছাপের অমিলের কারণে উপভোক্তাদের সমস্যা হচ্ছে। একইসঙ্গে এফসিআই থেকে খাদ্যসামগ্রী আনার ক্ষেত্রে বহু শস্য নষ্ট হয়। চটের বস্তায় খাদ্যশস্য পাঠানোর দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এনএফএ-র নিয়মমতো অগ্রিম কমিশন চালু করতে হবে (এরপর ১১ পাতায়)

কেন ক্ষোভ ?

- কেন্দ্রীয় ধান ক্রয় কেন্দ্র (সিপিসি) খোলা হলেও ধান কেনার পরিমাণ কম
- নেটওয়ার্ক ইস্যু, আঙুলের ছাপ অমিল ফলে উপভোক্তাদের সমস্যা
- এফসিআই থেকে খাদ্য সামগ্রী আনার ক্ষেত্রে সমস্যা
- চটের বস্তায় খাদ্যশস্য পাঠানোর দাবি
- অন্যান্য জেলাতে এনএফএ-নিয়মানুযায়ী অগ্রিম কমিশন চালুর দাবি
- খাদ্যসাথীর উপভোক্তারা রেশন পাবেন

চলছে দুয়ারে রেশন

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ধন্য

মাগো তোমার ভালোবাসায়
জীবন আমার ধন্য,
মাগো তোমার সান্নিধ্যে
হৃদয় আমার পুণ্য।
মাগো তোমার মিষ্টি হাসি
দেখতে ভালোবাসি।
তুমি যখন রাগ করো মা
চুপি চুপি আসি।
কখনো ভাবি ভয় পাবো না
মা তো স্নেহ ভরা,
অন্যায় করলে ভয় পাই যে
কখন পড়বো ধরা।
ঘুমোতে গেলে মায়ের হাত
মিষ্টি বড় লাগে,
ঘুম ভাঙলেই মায়ের মুখ
দেখে নেই সবার আগে।
জনম জনম মা যেন
মোদের পাশে থাকে,
মা'র মুখ দেখে জয় করব
সারা জগৎটাকে।

গণধর্ষণের পর সমঝোতার জন্য মাদক খাইয়ে অত্যাচার

প্রতিবেদন : বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কীর্তি আবার লজ্জায় ফেলল দেশকে। যোগী-রাজ্যে ফের নারকীয় ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি, প্রকট হয়ে গেল। প্রথমে গণধর্ষণ, তারপর সমঝোতা করার নামে পানীয় খাইয়ে অত্যাচার। বিজেপি নেতাদের ঘনিষ্ঠরাই এই কীর্তির সঙ্গে জড়িত। তারপরও মুখে কুলুপ বিজেপির। রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা তোপ দাগলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, গণধর্ষণে দলের আইটি সেলের কর্মীরা যুক্ত বলেই মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপি। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের দাবি, বারাণসীর আইআইটি-বিএইচইউ'র গণধর্ষণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত যে তিনজনকে ঘটনার প্রায় দুমাস পর গ্রেফতার করেছে পুলিশ, তাদের মধ্যে দুজন বিজেপির আইটি সেলের সদস্য। এই বিষয়ে বিজেপি চুপ কেন, প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। মঙ্গলবার মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ২ নভেম্বরের ওই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে মেয়েটির উপর অত্যাচার হয়েছে, সেই

যোগীরাজ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা

মেয়েটি পড়াশোনা করতে গিয়েছিল আইআইটিতে। মেয়েটি কালপ্রিটদের নাম বলে দেওয়ার পরও তাদের ধরতে দু-মাস সময় লাগল পুলিশের! এই হল ডাবল ইঞ্জিন যোগী-রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা। গ্রেফতারের পরই স্পষ্ট হয়ে গেল, কেন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অভিযুক্তদের ধরতে লাগল এত সময়! যারা এই কুকীর্তিটি ঘটিয়েছে, তারা বিজেপির আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত, তাই গড়মসি যোগী রাজ্যের পুলিশের।

শশী পাঁজা আরও অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশে মহিলারা আদৌ সুরক্ষিত নন। মহিলাদের ওপর নির্যাতনের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশ। এত বড় একটা ঘটনার পরও বিজেপি মুখে কুলুপ এঁটেছে। অমিত-মালব্য তো বিজেপির আইটি সেলের দায়িত্বে।

তিনি সুযোগ পেলেই তো তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধীদের সম্পর্কে বলতে শুরু করেন, ট্যুইট করেন। এখন নিজের দলের কর্মীরা ধরা পড়ার পর (এরপর ১১ পাতায়)

দুয়ারে সরকার প্রথম দিনেই একশোয় ১০০

প্রতিবেদন : একদিনেই একশো। সদ্য শেষ হওয়া দুয়ারে সরকার প্রকল্পের পরিষেবা কর্মসূচি শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই পাঁচটি প্রকল্পে অনুমোদিত আবেদন পত্রের ১০০ শতাংশ পরিষেবা দেওয়া নিশ্চিত করে নজির গড়ল রাজ্য। গত শনিবার শেষ হয়েছে ২০২৩-এর শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। পূর্ব ঘোষিত সূচিমতো মঙ্গলবার রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে দুয়ারে সরকার শিবিরগুলি থেকে বৈধ আবেদনের ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়া শুরু হল। সন্ধ্যায় নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে ৫টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি হল— বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ, (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 January, 2024 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৩১ সাবিত্রীবাই ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭)

এদিন মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার নওগাঁওতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে, শূদ্র ও অতিশূদ্রের জন্মসূত্রে পাওয়া শৃঙ্খলে, মাথা হেঁট করে জিভ দিয়ে ধুলো চেটে যাওয়া জীবনে, প্রথম স্বাধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছিল সাবিত্রী ও তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের কাজের মধ্যে দিয়ে। দলিত বালিকাদের স্কুল তৈরি করার অপরাধে সাবিত্রী-জ্যোতিরাওকে ছাড়তে হয় ভিটে। তখন তাঁদের আশ্রয় দেন এক মুসলমান দম্পতি। সেই ১৮৪৮-এই সাবিত্রী পড়ে ফেলেন টমাস পেন-এর রাইটস অব ম্যান গ্রন্থটি, যা তাঁকে আর তাঁর স্বামীকে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য অর্জনের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ওঁরা দাবি করেছিলেন, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে। আর ১৮৫২ সালের মধ্যেই জাতপাতের বিচারে অচ্ছুত মাহার ও মাং জাতের শিশুদের জন্য নিজেরা তৈরি করেছিলেন তিনটি স্কুল। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিদেওয়াড়া দেখেছিল ১৭ বছরের কিশোরী সাবিত্রীবাই শতচ্ছিন্ন শাড়ি পরে চলেছেন খোলা রাস্তা দিয়ে। যে-পথে তাঁর জাতের লোকের হাঁটার এক্তিয়ার অবধি নেই, সেই পথে হেঁটে যাচ্ছেন, তা-ও আবার স্কুলে পড়াতে। ফলে সবর্ণ মুরুব্বিরা অচ্ছুত মেয়ের ঔদ্ধত্য ভাঙতে, গায়ে ছুঁড়ে মারছে ঢিল-পাটকেল, নোংরা কাদা, পুরীষ। সাবিত্রী রোজ স্কুলে পৌঁছে ওই নোংরা-মাখা কাপড়টা বদলে পরে নেন ঝোলায় রাখা কাচা শাড়ি, ফিরতি পথে আবার পরে নেন নোংরা ছেঁড়াটা। রোজ। আর সবর্ণ পুরুষের পাল তাঁর পিছু ধাওয়া করে, চিৎকার করে ডাইনি বেশ্যা বলে গালিগালাজ করতে থাকে। কিন্তু সাবিত্রী বলেছিলেন, আমার বোনেদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বার করে আনার কঠিন ব্রত নিয়েছি আমি।

২০১৯ দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯)

এদিন প্রয়াত হন। ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক— এ সব পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাংবাদিকও। সাহিত্যিক দিব্যেন্দুর লেখায় বারে বারেই উঠে এসেছে নগর সভ্যতার কথন। নাগরিক মানুষের মনের জটিলতা, অসহায়ত্ব, নিরুপায়তাকে ধারণ করেই দিব্যেন্দু পালিত তাঁর গল্প-উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। সেই সব নাগরিক কথন ধরা রয়েছে তাঁর 'ঘরবাড়ি', 'সোনালী জীবন', 'ঢেউ', 'সহযোদ্ধা', 'আমরা', 'অনুভব'-এ। পাশাপাশি তাঁর একাধিক ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন— 'জেটল্যাগ', 'গাভাসকার', 'হিন্দু', 'জাতীয় পতাকা', 'ত্রাতা', 'ব্রাজিল' ইত্যাদি। আনন্দ পুরস্কার, রামকুমার ভুয়ালকা পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার-সহ একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন ।

২০২৩ সুমিত্রা সেন (১৯৩৩ - ২০২৩) প্রয়াত হন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১২ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া 'সঙ্গীত মহাসম্মান'।

১৯৫৫ অভিলাষ ঘোষ এদিন প্রয়াত হন। ১৯১১ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনালে যে দু'জনের গোলে মোহনবাগান ইস্ট-ইয়র্ককে হারায়, তাঁদের একজন ছিলেন অভিলাষ ঘোষ। খালি পায়ে ব্রিটিশদের হারিয়ে মোহনবাগানের সেই জয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। অভিলাষ ছিলেন শিল্ড জয়ী দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। পড়াশোনা করতেন স্কটিশচার্জ কলেজে।

২০১০ মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলতেন, মতি নন্দী লেখকদের লেখক। সন্তোষকুমার বলেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি। আবার অনেকের কাছে মতি নন্দী চিরকাল নিছক খেলার সাংবাদিকই রয়ে গেলেন। প্রথম দিককার লেখা— 'রাস্তা', 'জীবনযাপন প্রণালী', 'প্রত্যাবর্তন' ইত্যাদি। রাতারাতি তাঁকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করে যে গল্প সেটি হল 'বেহুলার ভেলা'। আবার পরিণত বয়সে ১৯৯৩-তে লেখা গল্প, 'রেড্ডি', 'বুড়ো এবং ফুচা' বা 'জালি' পড়তে পড়তেও কখনও মনেই হবে না লেখকের বয়স বেড়েছে।

২০১১ সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১) এদিন প্রয়াত হন। স্বনামধন্য এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বাবা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় শান্তিদেব ঘোষ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে নাচ-গান-অভিনয়-আবৃত্তির শিক্ষা। ১৯৬১-১৯৮৫ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রভারতীর পাশাপশি 'রবিতীর্থ' থেকেও অসংখ্য গুণী সংগীতশিল্পী তৈরি করেছেন। সারাজীবন কেবল রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছেন সাড়ে চারশোর বেশি। অন্যান্য গানেরও কিছু রেকর্ড আছে।

১৯২৮ সোনম শেরিং লেপচা (১৯২৮–২০২০) এদিন কালিম্পঙে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় লোক সংগীত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। একাধারে যেমন খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী তেমনই ছিলেন বিশ্ববন্দিত লেপচা সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও সংরক্ষক। পেয়েছেন পদ্মশ্রী, বঙ্গবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার ইত্যাদি।

পার্টির কর্মসূচি

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় ঘুরলেন বরানগর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রামকৃষ্ণ পাল।

লাভপুর তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা তুলেছেন লাভপুর বিধায়ক তথা জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিংহ। এদিনও এলাকা পরিক্রমা করেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯৩

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. জগৎ, পৃথিবী ৩. খুব উপভোগ্য ৫. তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ৭. পরমান্ন ৮. ভাদ্র-র কোমলরূপ ১০. সময়, যুগ ১২. বলরাম ১৪. হেঁট, আনত ১৭. নিরাশ, আশাহীন ১৮. ক্ষমতাবান ব্যক্তির মোসাহেব।

উপর-নিচ : ১. দৃষ্টির সম্মুখে ২. জোঁক ৩. পাবলিক মিটিং ৪. বিছানা ৬. বোধ, উপলব্ধি ৯. দাঁত ১১. দশরথের দুই নাতি ১৩. রাজি, সম্মত ১৫. কন্যা ১৬. বাড়ি, বাসস্থান।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯২ : পাশাপাশি : ১. অমলধবল ৬. বর ৮. কাবার ৯. রববরা ১০. ওলকপি ১২. কবরী ১৩. জনা ১৫. চলনবলন। **উপরনিচ :** ২. মকর ৩. ধনাগার ৪. লব ৫. ফাঁকা আওয়াজ ৭. রবিবাসরীয় ১১. পিছুটান ১২, কমল ১৪. নাচ।

২ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৪০০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৪৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬১১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭৪৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭৪৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৫৩	৮২.০২
ইউরো	৯২.৬৩	৯০.৯৯
পাউন্ড	১০৬.৮১	১০৫.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শুভশ্রী

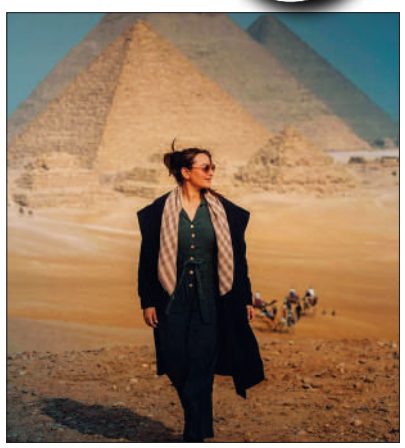

■ সোনাক্ষী

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

3 January, 2024 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে ইউএসজি মেশিনের উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে প্রবেশে কড়া পর্ষদ

১৫ মিনিট দেরি করলেই 'লেট মার্ক'

প্রতিবেদন : শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবার আরও কড়া অবস্থান নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ইতিমধ্যেই এক নির্দেশিকা জারি করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রবেশের সময় বেঁধে দিল পর্ষদ কর্তৃপক্ষ।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে বলা হয়েছে সকাল ১০:৩৫ মিনিটের মধ্যে স্কুলে প্রবেশ করতে হবে। যদি ১০.৫০ বেজে যায় তাহলে 'লেট' মার্ক করা হবে। ১১:১৫ মিনিট হয়ে গেলে সেদিনের মতো সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে অনুপস্থিত বলে ধরে নেওয়া হবে। পাশাপাশি সপ্তাহে ৩২ ঘণ্টা ক্লাস নেওয়া বাধ্যতামূলক এমনটাই জানানো হয়েছে পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিতে। অন্যদিকে বেরোনোর ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে, বিকেল

সাড়ে চারটের আগে স্কুল থেকে বেরোনো যাবে না। এই নিয়ম বলবৎ হবে শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অশিক্ষক কর্মী— উভয়ের ক্ষেত্রেই।

শিক্ষা পর্ষদের তরফে বলা হয়েছে নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকেই এই নিয়ম কার্যকরী হচ্ছে। যদি দেখা যায় কোনও স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষিকা এই নিয়ম মানছেন না সেক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নতুন শিক্ষানীতির পাশাপাশি যাঁরা শিক্ষাদান করবেন তাঁদের জন্যও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মত শিক্ষাবিদদের একাংশের। শিক্ষকতা নিয়ে যে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না, যেন সেটাই স্পষ্ট করে দিল রাজ্য সরকার।

পর্ষদের এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকদের স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ানো। শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নত হবে বলে মনে করছে পর্ষদ।

■ খিদিরপুরে কার্ল মার্কস সরণিতে রক্তদান উৎসব। উপস্থিত কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার।

পুরসভার নামে অবৈধ পার্কিং
কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মেয়রের

প্রতিবেদন : পুরসভার নামে অবৈধ পার্কিং ব্যবস্থা। বড়দিন থেকে বর্ষবরণ পর্যন্ত কলকাতায় মানুষের ঢলের সুযোগ নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানা এলাকায় ১০০ টাকার বিনিময়ে বেআইনি পার্কিং ব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই নিয়ে পুরসভা ও পুলিশের তরফে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বর্ষশেষের মরশুমে এবারও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন আলিপুর চিড়িয়াখানায়। সেই ভিড়ের সুযোগেই সেন্ট্রাল জেলের সামনে ১০০ টাকার বিনিময়ে হলুদ চিরকুট ধরিয়ে অবৈধভাবে পার্কিংয়ের জায়গা দিচ্ছে। এভাবেই পুরসভার নাম করে বেআইনি পার্কিং ব্যবস্থা চালানোর অভিযোগ উঠেছে এলাকারই কিছু যুবকের বিরুদ্ধে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের পার্কিংয়ের সুবিধার্থে পুরসভার তরফে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তা সত্ত্বেও পুরসভার নাম করে বেআইনিভাবে ওই পার্কিং ব্যবস্থা চালানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যাঁরা এটা করছে, তাঁরা অন্যায় করছে। পুলিশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আমি ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।

পুরনো মেজাজে ফিরছে শীত

প্রতিবেদন : আবার পুরনো মেজাজে ফিরছে শীত। ১০ জানুয়ারি থেকেই অনুভূত হবে শীতের সেকেন্ড স্পেল। অর্থাৎ ফের জাঁকিয়ে শীতের আমেজ পেতে চলেছে বঙ্গবাসী। এদিকে, চলতি সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি রয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলোতে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও পুবালি হওয়ার সংঘাতেই বৃষ্টি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের সান্দাকফু সহ দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী পাঁচ দিন দার্জিলিঙে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকবে। আইএমডি-র পূর্বাভাস বলছে মধ্য ভারতে ৫ থেকে ১১ জানুয়ারির মধ্যে রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে, যার ফলে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে যা ১ ডিগ্রি বেশি। সামান্য হলেও পারদ পতন হয়েছে মহানগরীতে। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাত হচ্ছে। তার প্রভাব পড়ছে দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়।

ফের আদালতে গরহাজির বিচারপতির স্বামী

প্রতিবেদন : কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে রাজি নন। তাই মঙ্গলবার বিধাননগরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে। রায় স্থগিত রেখেছে এসিজেএম আদালত। প্রতাপের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল সিআইডি। আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। মঙ্গলবার বিধাননগরের এসিজেএম আদালতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের কথা ছিল। তাঁকে নোটিশও পাঠানো হয়। মঙ্গলবার আদালতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির শীর্ষ আধিকারিকও।

স্বামী পরিত্যক্তা বিচারাধীন কত
জানতে চাইল কোর্ট

প্রতিবেদন : সুচরিতাও আর পাঁচজনের মতো একটা ঘর চেয়েছিলেন। স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার চেয়েছিলেন। কিন্তু তা জোটেনি সুচরিতার। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও স্ত্রী-ধন ফিরে পাচ্ছেন না তাঁরা। এমনকী ডিভোর্সের পর মেলেনি খোরপোশও। এমন অনেক সুচরিতা রয়েছেন, যাঁরা সহায়-সম্বল হারিয়ে সুবিচারের আশায় আদালতের দরবারে হাজির হয়েছেন। এমন কত সুচরিতা রয়েছেন, তা জানতে চাইল হাইকোর্ট। জানতে চাইল কত মামলা বিচারাধীন রয়েছে? মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন পরিসংখ্যান।

২০০৮ সালে নিউ গড়িয়ার বাসিন্দা সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় বিধাননগরের বাগুইআটির বাসিন্দা পেশায় আইটি কর্মী সঞ্জীব বসুর। কিন্তু ফুলশয্যার রাত থেকেই তাঁর কপালে জোটে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও বিয়ের তিন বছর পর তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত ২০১২ সালে ডিভোর্স নেন সুচরিতা। আলিপুর আদালত তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আনা যাবতীয় গহনা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি, মাসে ত্রিশ হাজার টাকা করে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অভিযোগ, আদালতের নির্দেশের পরেও সেই সময় তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আনা সামান্য জিনিসপত্র ও তাঁর যাবতীয় গয়না ফেরত দিতে অস্বীকার করে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পরে এনিয়ে মামলা হয়। মামলা চলাকালীন তাঁর স্বামী মালয়েশিয়ায় চলে যান বলে অভিযোগ। এমন অবস্থায় ১১ বছরের বেশি সময় ধরে মামলা লড়ে যাচ্ছেন সুচরিতা। গয়না পাওয়া তো দূরের কথা, ডিভোর্সের পর মিলছে না খোরপোশও। বর্তমানে মামলাটি চলছে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে। আইনজীবী সাবির আহমেদ জানান, রেড কর্নার নোটিশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী চলে গিয়েছেন মালয়েশিয়ায়। এ ব্যাপারে আদালত জানতে চেয়েছে, রেড কর্নার নোটিশ জারি থাকার পরেও কীভাবে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন অভিযুক্ত? পুলিশি ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়। এই মামলায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আদালতে শীতের অবকাশের পর এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। সেই শুনানিতেই পরিসংখ্যান পেশ করতে হবে আদালতে।

মুড়িগঙ্গায় নতুন চর, ড্রেজার এল ফরাক্কা থেকে

নকিব উদ্দিন গাজি ● গঙ্গাসাগর

হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন পরেই শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে প্রস্তুতি। এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে মুড়িগঙ্গা নদীতে জেগে ওঠা নতুন চর। পুণ্যার্থীদের ভেসেল যাতায়াতে যাতে সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সেদিকেই নজর প্রশাসনের। কাকদ্বীপ লট নম্বর ৮ থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে মুড়িগঙ্গা নদীতে শুরু হয়েছে ড্রেজিং। দুটি ড্রেজার কাজ চালাচ্ছিল। ফরাক্কা থেকে আরও একটি ড্রেজার আনা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ।

বছর দশেক আগে মুড়িগঙ্গা নদীতে একটি বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে যায়। সেই এলাকাতেই তৈরি হয়েছে নতুন চর। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা

নিতে বলেন। ডুবে যাওয়া জাহাজটি তোলার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া যায় কি না, তা-ও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, মেলা শেষ হলে জাহাজটি তোলার কাজ হবে। আপাতত যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তা দেখার জন্য নির্দেশ দেন জেলা প্রশাসনকে। আপাতত মেলার আগে চরের পলি-বালি সরানোর কাজ চলছে।

ড্রেজিং দ্রুত সুসম্পন্ন করার জন্য ফরাক্কা থেকে আনা হয়েছে অত্যাধুনিকমানের একটি ড্রেজার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্য গঙ্গাসাগরের একাধিকবার বৈঠক করেন। জেলা শাসক বলেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রেজিংয়ের কাজ চালিয়ে ভেসেল চলাচলের উপযুক্ত করা হচ্ছে। মোট তিনটি ড্রেজিং মেশিনে কাজ চলছে।

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন রাজ্যে। পুণ্যার্থীরা মুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে ভেসেল করে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরে পৌঁছান। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, মেলার সময় যাতে পুণ্যার্থীদের কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখছে জেলা প্রশাসন। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুণ্যার্থীদের সুবিধায় যা ব্যবস্থা করার করছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রেজিস্ট্রি ম্যারেজ

প্রতিবেদন : ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিস। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। তবে ২০১৯ সাল থেকে সেটা হয় পোর্টালের মাধ্যমে। ২০২২-এর ১ নভেম্বর থেকে আইনি বিয়ের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করার বাধ্যতামূলক হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পাত্র-পাত্রী বা আধিকারিকদের আঙুলের ছাপ না মেলায় নির্ধারিত দিনে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখতে হয়েছে। এই সমস্যা এড়াতে পোর্টালের রক্ষণাবেক্ষণ করতে চারদিন রেজিস্ট্রি ম্যারেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই চারদিনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে হাজার খানেকের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। সবই স্থগিত।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 January, 2024 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অবাস্তবচিত

ট্রাক-লরি ধর্মঘট। দেশ জুড়ে। টানা ৭২ ঘন্টার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর ধর্মঘট উঠে যাবে বলে অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেস জানিয়েছে। এটি মালিকদের সংগঠন। তারা সমঝোতা করার চেষ্টা করলেও ট্রাক চালক সংগঠনের সাফ কথা, তাদের দাবি মেটেনি, তারাই এই কালা কানুনে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। ধর্মঘট চলবে। ফলে চরম জটিলতা। গোটাটাই কেন্দ্রের ন্যায় সংহিতার জের। নয়া কালা কানুন। দেশ জুড়ে প্রতিবাদ। কেন কালা কানুন? নয়া কানুন এক কথায় অপরিণামদর্শিতার ফসল। বাস্তব থেকে কয়েক যোজন দূরে। প্রথমত নয়া আইনে পরিস্কার নয়, এই আইনটি যে কোনও ধরণের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি ট্রাক-লরির ক্ষেত্রে একমাত্র লাগু হবে, তা পরিস্কার নয়। ধরা যাক একটি লরির সঙ্গে একটি বাইকের সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। বাইক চালক আহত। যদি বাইক চালকের দোষ থাকে, তাহলেও লরি চালক দুর্ঘটনাস্থল ছাড়তে পারবে না। ছাড়লে বিশাল অঙ্কের জরিমানা কম করে ৭ লক্ষ টাকা। ছিল ২ লক্ষ টাকা। গরিব লরি চালক দেবে কোথা থেকে? অর্থাৎ লরির মালিকের ঘাড়ে চাপবে সেই দায়। তিনি যদি সেই দায় না নেন, তাহলে লরি চালক ঘটি-বাটি বিক্রি করার জায়গায় পৌঁছাবে। এখানেই শেষ নয়। মামলা হবে। তাতে জেল কার্যত অবধারিত এই হিট অ্যাণ্ড রান মামলায়। সেটাও ১০ বছর। কার বুদ্ধিতে? কারা এই নিয়ম তৈরি করে? আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্বৈরাচারী শাসক দলে পরিণত হয়েছে। একটা আইন তৈরি করছে। অথচ ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কথা একবারও ভাবেনি। দেশের অধিকাংশ রাস্তা গাড়ি চালানোর অযোগ্য। ৮০ শতাংশ রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ নেই। ট্রাফিক সিগন্যাল আরও কম জায়গায়। ট্রেন থেকে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে হয় লেভেল ক্রসিং না থাকার কারণে কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনা হয় রাস্তা কিংবা ট্রাফিক সিগন্যাল না থাকার কারণে। পরিকাঠামোর উন্নতি না করে দুর্ঘটনার বলি কাদের করা যায়, প্রথমেই সেই চেষ্টা। আর সেটাও অবাস্তবচিতভাবে। সেই কারণেই এই ধর্মঘট। কিন্তু এই আইন চালু করে কেন্দ্র এক অস্থির অবস্থা তৈরি করেছে। যেটা কাম্য ছিল না। গোটা দেশ টানা ২৪ ঘন্টা ধর্মঘটের জেরে স্তব্ধ হয়েছে। যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তাতে আন্দোলন চলবে। জিনিসপত্রের দাম চড়েছে। আক্রান্ত সাধারণ মানুষ। যাদের কথা পারতপক্ষে ভাবে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

তুমি কি কেবলই মিছা, জুমলার নীহারিকা!

৩১ ডিসেম্বর গত বছরের শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে বিষয়টিতে জোর দিয়েছেন সেটি হল, শৈশব থেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকাটা জরুরি। প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে সে কথা শুনিয়েছেন আরও তিনজন কৃতী মানুষ। এই আলোচনার মোদ্দা কথা হল, স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে, দেশি ঘি খেতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, দৈনিক সাত ঘণ্টা ঘুমতে হবে, শরীরচর্চা করতে হবে ইত্যাদি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও যে শরীর ও মনের যত্ন নিতে নিয়মিত এসব করেন তা প্রায় সকলেরই জানা। 'মন কি বাত'-এ যে তিনজন তাঁদের 'স্বাস্থ্যবান' থাকার রহস্যর কথা আম-আদমির সঙ্গে ভাগ করেন যারা, অক্ষয়কুমার, বিশ্বনাথন আনন্দ ও হরমনপ্রীত কাউর সমাজের চোখে 'আইকন'। তাই প্রধানমন্ত্রী হয়তো আশা করেন, এই জনপ্রিয় তিন মুখ নিঃসৃত বাণী শুনে গরিব, মধ্যবিত্ত হয়তো এবার থেকে দিনরাত এক করে শরীর মনের উত্তরণে ব্রতী হবেন। বেকারদের কাজ না থাকলে কি সাত ঘণ্টা নিশ্চিন্তের ঘুম আসে? গত অক্টোবর মাসেই এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেশবাসী জানতে পেরেছে, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের তালিকায় ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারত আরও চার ধাপ পিছিয়ে ১১১তম স্থানে। এক জনপ্রিয় মানুষের পুষ্টিকর খাওয়ার পরামর্শকে কিছুটা যেন ব্যঙ্গ করে জানা গিয়েছে, শিশুদের অপুষ্টির হার ১৮.৭ শতাংশ। যা দুনিয়ার সর্বোচ্চ। ভারতে পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার ৩.১ শতাংশ। অথবা ২০১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ পরিবার কেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ল, গত দশ বছরে দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ কেন আর্থিকভাবে আরও দুর্বল হয়েছে 'মন কি বাত'-এ তার উত্তর পাওয়া যায়নি। — **স্বপন শীল, বাগুইআটি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

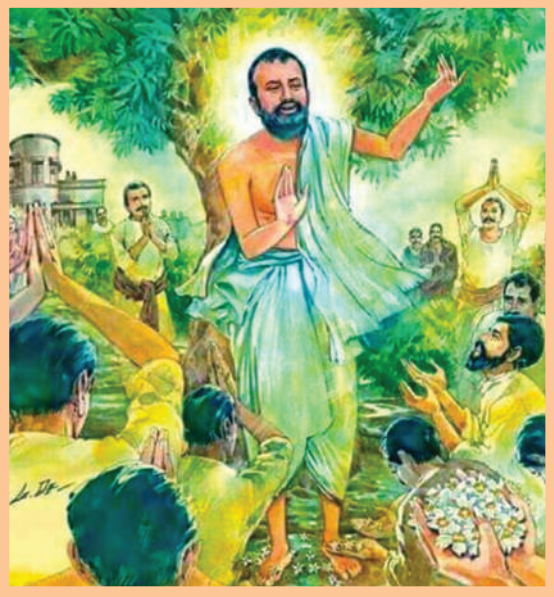

বিদ্বেষ বিষে ওরা ঢাকতে চাইছে দিগন্ত। বিভেদের চাদরে ওরা মুড়তে চাইছে মানবিকতার আকাশ। এর মধ্যেও চাওয়ার মতো চাওয়া হলে তিনি 'কল্পতরু' হয়ে সাড়া দেবেন। ১ জানুয়ারি চলে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু দিবস। আজকের প্রতিবেশে এই দিবসের বাস্তব তাৎপর্য তুলে ধরলেন **বিতস্তা ঘোষাল**

সবার চৈতন্য হোক

আমার ধর্ম ঠিক, আর অপরের ধর্ম ভুল— এ-মত ভাল না। ঈশ্বর এক বই, দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লাহ, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে, একঘাটের লোক বলছে জল, আর একঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর একঘাটের লোক বলছে পানি, হিন্দু বলছে জল, খ্রিস্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি, কিন্তু বস্তু এক। এক-একটি ধর্মের মত এক-একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়।

যেদিকেই তাকাই, আমি লোককে ধর্মের নামে ঝগড়া করতে দেখি— হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব এবং বাকিরা। আমরা কি ভাবতে পারি যে এটি 'জল' নয়, শুধু 'পানি' বা 'ওয়াটার'? কী হাস্যকর! পদার্থ বিভিন্ন নামে এক, এবং প্রত্যেকে একই পদার্থ খুঁজছে; শুধুমাত্র জলবায়ু, মেজাজ এবং নাম পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষ তার নিজের পথ অনুসরণ করুক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যিনি এমন কথা ভেবেছেন ও বলছেন, তাঁকে পৃথিবী চেনে রামকৃষ্ণ বলে। বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি 'লিভিং পার্লামেন্ট অব ইন্ডিয়া'।

যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ। দুই-এ মিলে রামকৃষ্ণ। এই রাম-কৃষ্ণ— মহাকাব্যের নন, অস্ত্রের ঝংকারে, নির্দিষ্ট ধর্মের নামে নিজেদের বার্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভাজনের আশ্রয় নেননি। বরং বারবার বলেছেন, "ঈশ্বর লাভ হবে বলে যে যেটা সরলভাবে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে, সেটাকে খারাপ বলতে নেই..."।

তিনি রামকৃষ্ণ। তিনি পরমহংস। বেদে চার মহাবাক্যর কথা আছে— প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঋকবেদ), তত্বমসি (সামবেদ), অহং ব্রহ্মাস্মি (যজুর্বেদ) ও অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব বেদ)। জ্ঞানমার্গে যাঁরা সাধনা করেন, সাধনার স্তর অনুযায়ী তাঁদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে বহুদক— যিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন বা বহু জায়গায় জল পান করেছেন। দ্বিতীয় কুটিচক— যিনি সাধনকুটিরে একাকী সাধনা করছেন। তৃতীয় হংস— যিনি "সোহহং" মন্ত্রের অর্থ সবিকল্প সমাধিতে বোধ করেছেন। আর চতুর্থ পরমহংস— যিনি নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করেছেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে লোকশিক্ষার জন্য আচার্যের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর অর্জিত ব্রহ্মজ্ঞান সহজভাবে সাধারণভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি কল্পতরু। পুরাণে কল্পতরু গাছের উল্লেখ রয়েছে। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসে। কল্প শেষ হলে আবার সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই জন্যই এর নাম কল্পতরু। ইন্দ্রের উদ্যানে এই গাছের কাছে যে যা চাইত তাই পেত।

ঠাকুর অনেকবার ভক্তদের বলেছেন, ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিচে বসে যে যা চাইবে, তাই পাবে। তবে তিনি এও বলেছেন, যখন সাধন-ভজনের দ্বারা মন শুদ্ধ হয় তখন খুব সাবধানে কামনা করতে হয়।

দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির জামাই মথুর ছোটঠাকুরের মধ্যেই ভগবানকে দেখেছিলেন। গদাধরের 'রামকৃষ্ণ' রূপকে জনপ্রিয় করেন তিনিই। তোতাপুরীর কাছে বৈদান্তিক মতে সাধনা করেই গদাধর রামকৃষ্ণ— এই নূতন নামে চিহ্নিত হন।

মথুর যেমন রাম-কৃষ্ণ-কালীকে ছোটঠাকুরের শরীরে লীন হয়ে যেতে দেখেন, ঠিক তেমনি ঠাকুরের অন্য ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষও বিশ্বাস করতেন ঠাকুর হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি এ-জন্মে এসেছেন মানুষকে সঠিক দিশা দেখাবার জন্য। তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ অবতার। তিনি চারদিকে ঠাকুরের অবতারত্ব, তাঁর বিরাটত্ব, তাঁর অনন্যতা সম্পর্কে বলে বেড়াতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন এই কথা। তিনি তাই গিরিশের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ গো, তুমি যে আমার সম্পর্কে এত কিছু বলে বেড়াও, আমাকে তুমি কী বুঝেছো?"

গিরিশ ঠাকুরের সামনে তখন নতজানু হয়ে বসে পড়ে বললেন, "স্বয়ং ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর কী বলব?" অদ্ভুত গদগদ কণ্ঠে অসামান্য ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গিরিশচন্দ্র এই অপূর্ব কথাগুলি যেই বললেন, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হল। তিনি বললেন, "তোমাদের আর কী বলব? তোমাদের চৈতন্য হোক।"

দিনটা ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। ঠাকুরের তখন গলায় ক্যানসার। ডাক্তাররা তাঁকে স্থানান্তর করে বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে প্রথমে শ্যামপুকুরে একটি বাড়িতে এলেও তা পছন্দ না হওয়ায় তার থেকে অনেক খোলামেলা জায়গা রানি কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে এসে উঠলেন। ঠাকুরের শিষ্য সিমুলিয়ার বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ওই বাড়ির ভাড়া আশি টাকা দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন।

ঠাকুর সেদিন একটু সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে দেখলেন তাঁর শিষ্যদের। গিরিশ ছাড়াও অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী, হারান, রামলাল, অক্ষয়-সহ আরও অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ঠাকুরের সেই রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে ঘিরে ধরে হাতজোড় করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন, কেউ-বা তাঁর পায়ে শরীরে ফুল দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, কেউ স্পর্শ করতে ব্যকুল হচ্ছেন আর সকলের অন্তরে অদ্ভুত পরিবর্তন আসছে। ভিতরের সমস্ত ভাবরাশি বাইরে বেরিয়ে আসছে অনর্গল ধারায়।

রামকৃষ্ণের কথা শুনে ভক্ত রামচন্দ্র-সহ অন্যরা দৌড়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, দৌড়ে আয়। ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন।"

এই চৈতন্য স্বার্থগন্ধহীন। এই চৈতন্য অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার দিশা। আর এই কল্পতরুরূপ জ্ঞানবৃক্ষের কাছে অনৈতিক চাওয়া নয়। লোভ, ঈর্ষা, অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা নিয়ে একমাত্র নিজের জন্য চাওয়া নয়। এই চাওয়া হতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে। তবেই তিনি তা পূরণ করবেন। নইলে যা যা চাওয়া হল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া গেলেও তা ক্রমশ ধূলিস্যাৎ হবে।

আজ যখন আমরা সবাই ছুটছি তামসিক তৃপ্তির জন্য, অর্থ, লোভ, লালসা আমাদের ঘিরে ফেলেছে, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছি আরও অন্ধকারে, তখন এই শুদ্ধ চেতনার, প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য নতজানু হই বারবার তাঁর কাছে। তিনি এই অশান্ত, হিংসা, দ্বেষ-পূর্ণ রক্তক্ষরিত যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে আরেকবার দাঁড়িয়ে যদি কল্পতরু হয়ে বলেন 'তোমাদের চৈতন্য হোক' তবে কি এই নিকষ কালো রাতের অন্ধকার ঘুচে আলো আসবে? বিশ্বাস করি আসবে। শুধু চাওয়াটা আমি ছেড়ে আমরা হতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘোলায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মালা রায়, নির্মল ঘোষ, সৌগত রায়, রূপালি বিশ্বাস

কিসান সম্মাননিধি প্রকল্প রূপায়ণে চূড়ান্ত ব্যর্থতা কেন্দ্রের

নোডাল অফিসার নিয়োগে দ্বারস্থ রাজ্যের

প্রতিবেদন : নিজেদের প্রকল্পের রূপায়ণে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়ে এবারে রাজ্যের কাছে কার্যত সাহায্য চাইছে কেন্দ্র। থমকে দাঁড়ানো মোদির কিসান সম্মাননিধি প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন করে ভিলেজ রিসোর্স পার্সন নিয়োগের দায়িত্ব রাজ্যকে নিতে বলছে কেন্দ্র। শুধু নিয়োগ নয়, তাঁদের বেতন দেওয়ার দায়িত্বও রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে তারা। অর্থাৎ কেন্দ্র নিজেদের ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছে রাজ্যের উপরে।

বাংলার কৃষকদের আয় বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছেন কৃষকবন্ধু প্রকল্প। সঙ্গে আছে বাংলা শস্য বিমা যোজনাও। বাংলার প্রায় দেড় কোটি কৃষক এই প্রকল্প দুটির সুবিধা পান। একই সঙ্গে বাংলায় প্রায় ৪৫ লক্ষ কৃষক কিসান সম্মাননিধি প্রকল্পের সুবিধাও পান। কিন্তু রাজ্যের প্রকল্পে সুবিধা বেশি থাকায় এই দু'টি প্রকল্প থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে নরেন্দ্র মোদির কিসান সম্মাননিধি প্রকল্প। বাংলায় এই যোজনার জন্য পড়ে থাকা আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। এদিকে দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২৪'র লোকসভা নির্বাচন। কেন এই আবেদনকারীরা এখনও সুবিধা পাননি? কেন্দ্রের সাফাই, প্রয়োজনীয় সব নথি না থাকায় বা অনলাইন আবেদনে ভুল থাকার জন্যই এঁদের আবেদন খারিজ হয়েছে। তাই দ্রুত এইসব আবেদনের নিষ্পত্তি করতে এবং আগামী দিনে এই প্রকল্প যাতে দ্রুত এগিয়ে যায় তার জন্য বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১জন করে ভিলেজ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। বাংলায় এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩৩৪২টি। সেই হিসাবে সমসংখ্যক পদে ভিলেজ নোডাল পার্সন নিয়োগ হতে চলেছে আগামী দিনে।

তবে মজার কথা কেন্দ্রের প্রকল্পের সফল রূপায়ণের দায়দায়িত্ব রাজ্যের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছে মোদি সরকার। বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যে ১জন করে ভিআরপি নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে, তাঁদের ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা করে বেতন দিতে হলেও বছরে খরচ করবে ১২ কোটি টাকা। কেন্দ্র সরকার যেমন এই নিয়োগের কোনও দায়দায়িত্ব নিতে চাইছে না, তেমনি এই বেতনের বোঝাও নিতে চাইছে না। বেতন মেটানোর দায় রাজ্যের ঘাড়েই ঠেলে দিয়েছে তাঁরা। এই রিসোর্স পার্সন-রা গ্রামেতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিসান সম্মাননিধি প্রকল্পের জন্য জমা পড়ে থাকা আবেদন এবং বাতিল হয়ে যাওয়া আবেদনগুলি খতিয়ে দেখবেন। কার্যত কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে বাংলায় সফল করে তুলতে বাংলাকে বোঝা বইতে হবে। আর সেই কারণেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে নবান্নে। রাজ্যের আধিকারিকদের দাবি, কেন্দ্র সরকার ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। এই টাকা বাংলার নায্য পাওয়া। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বোঝা সামলাতে এমনিতেই রাজ্যকে বিপুল চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য ইতিমধ্যে নিজেদের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও করেছে নবান্ন। এখন নতুন করে ভিলেজ রিসোর্স পারসন-দের নিয়োগের জন্য বেতনের বোঝাও সুকৌশলে রাজ্যের ঘাড়ে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে প্রকল্পের খরচ চালাতে মাত্র ৩ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। বাড়তি ৯ কোটি টাকা আসবে কোথা থেকে, তার ভার নিচ্ছে না কেন্দ্র

স্কুলে শুরু আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদন: প্রথম থেকেই মহিলাদের আত্মরক্ষার বিষয়ে জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্কুলগুলোতে চালু হয়েছে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এবার মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য নতুন প্রকল্প নিল কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। যার পোশাকি নাম, 'রানী লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ'। বেলতলা গার্লস স্কুলে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চলতি মাস থেকেই স্কুলের মেয়েদের ক্যারাটে, জুডো, তাইকোন্ডর মতো মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কলকাতার স্কুলগুলোতে কলকাতা পুলিশ এবং জেলায় রাজ্য পুলিশ এই প্রশিক্ষণ দেবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভাবে আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়া হবে।

অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন দমকলমন্ত্রী

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগর মেলার অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার কাজ খতিয়ে দেখলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সমস্ত অস্থায়ী ঘাট খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি কপিলমুনি চত্বর ও মেলার মাঠও পরিদর্শন করেন তিনি। এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেশি হতে পারে বলেই মনে করছে জেলা প্রশাসন। তাই কোনও খামতি না রেখে মেলা চত্বরে যাতে আগুন জ্বালিয়ে কোনও রান্না না হয়, সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে দমকলও। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অস্থায়ী আরও ১১টি ফায়ার স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। সাগরের বিভিন্ন পয়েন্টে এই স্টেশনগুলি করা হয়েছে। মেলা গ্রাউন্ডে ছ'টি ফায়ার স্টেশন থাকবে,বাইরে থাকবে পাঁচটি। অগ্নি নির্বাপণের জন্য অত্যাধুনিক পরিষেবার বাইক ব্যবহার করা হবে। এই বাইকে একইসঙ্গে জল ও ফোম বহন করা যাবে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে বাইক দমকল। জলের সমস্যা মেটানোর জন্য করা হচ্ছে হাইড্রেন। ২০৮৭টি হাইড্রেন পয়েন্ট থেকে জল সরবরাহ করা হবে। দমকলের অফিসার ও অপারেটর মিলিয়ে মোট ২৬০ জন মেলার কাজে যুক্ত থাকবেন। এছাড়া কচুবেড়িয়ায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার লিটার জলের ওয়াটার রিজার্ভার করা হয়েছে। সেখান থেকে সরাসরি দমকলের ইঞ্জিন জল ভরতে পারবে। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, গঙ্গাসাগর মেলায় আগুন লাগলে যাতে দ্রুতগতিতে নেভানো যায়, দমকলের আধিকারিকরা সর্বদা সজাগ থাকবেন। মেলার মধ্যে কোনওভাবে আগুন জ্বালানো যাবে না। মাইকিং প্রচার চলবে। মেলার মধ্যে কোন পয়েন্টে দমকলের আধিকারিকরা থাকবেন, তা নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা অফিসে একটি বৈঠক করেন মন্ত্রী সুজিত বসু।

■ গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

■ নিস্তারিণী কালীমন্দিরের তোরণ উদ্বোধনে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন বোস লেনে।

■ ১৯তম সরস মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার এবং অন্যরা। বেশ কয়েকটি মউ স্বাক্ষরিত হয় এই অনুষ্ঠানে।

পুরপিতার নিজস্ব অর্থে ১০টি প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন

সংবাদদাতা, বারাসত : নতুন বছরে এলাকাবাসীকে একসঙ্গে ১০টি প্রবেশদ্বার উপহার দিলেন বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা দেবব্রত পাল। তাঁর নিজস্ব অর্থ থেকেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। তবে শুধু প্রবেশদ্বার নয়, এলাকার বিশিষ্ট মানুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খেলোয়াড়দের নামে রাস্তার নামকরণও করা হল মঙ্গলবার। পুরপিতার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওয়ার্ডবাসী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব।

■ প্রবেশদ্বার নির্মাণের সূচনাপর্বে।

মঙ্গলবার এই প্রবেশদ্বারগুলোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, পুরপিতা সুনীল মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, চম্পক দাস, পম্পি মুখোপাধ্যায়, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস মিত্র-সহ অন্যান্যরা।

দেবব্রতবাবু জানান, ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়ন ও মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে এই উদ্যোগ। প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রবেশদ্বারগুলো তৈরি হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শের অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক রঙ না দেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিশিষ্ট মানুষদের নামে রাস্তার নামকরণ করা হল।

পেনশনের নিয়মে পরিবর্তন

প্রতিবেদন : সরকারি চাকরিজীবী মহিলাদের পেনশন নমিনেশনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন পর্যন্ত বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে তাঁদের অবর্তমানে স্বামীকেই মনোনীত করতে পারতেন। তাঁর পরিবর্তে সন্তানদেরও মনোনীত করতে পারবেন মহিলারা। কেন্দ্রের সিভিল সার্ভিস পেনশন রুল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মৃত্যুর পরেও পেনশন দেওয়া হয়। পেনশন এবং পেনশনারস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নাহাটা হাইস্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তী ভবনের উদ্বোধনে মন্ত্রী রথীন ঘোষ

শীঘ্রই সমঝোতা চুক্তি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর-এনএইচআরডিএফের

পেঁয়াজ চাষে উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়বে রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়াতে বিশেষ করে খরিপ মরশুমে পেঁয়াজের চাষে উৎসাহ দিতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। খরিপ মরশুমে চাষের উপযুক্ত পেঁয়াজের বীজের যোগান সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন দফতর জাতীয় উদ্যান গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা এনএইচআরডিএফের সঙ্গে শীঘ্রই একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। ওই সংস্থার গবেষণাগারে তৈরি ওই সব উচ্চমানের পেঁয়াজ বীজে পচন ধরার আশঙ্কা কম। এছাড়া রাজ্যে পেঁয়াজ চাষের একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যের উদ্যান পালন মন্ত্রী অরূপ রায় ও সচিব সুব্রত গুপ্ত সম্প্রতি এনএইচআরডিএফের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে স্থির হয়েছে, ওই সংস্থার

বিশেষজ্ঞরা চলতি মাস থেকেই উদ্যানপালন আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে পেঁয়াজ চাষিদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁদের খরিপ মরশুমে পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবেন। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন অনেকটাই বেড়েছে। তবে খরিপ মরশুমে পেঁয়াজের চাহিদা ও জোগানে ফারাক থাকায় ভিন রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। ফলে পেঁয়াজের দাম ওই কয়েক মাস বেশ চড়া থাকে। রাজ্যে বর্তমানে সব মিলিয়ে মোট ৮ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। যার বেশিরভাগটাই রবি মরশুমে চাষ হওয়া 'সুখ সাগর' প্রজাতির পেঁয়াজ। যেখানে রাজ্যে পেঁয়াজের চাহিদা বছরে কম-বেশি ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এই ঘাটতি মেটাতে রাজ্যকে নাসিক, অন্ধ্র থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। পেঁয়াজ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বিগত কয়েক বছর ধরে খরিপ মরশুমে মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় 'এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড' প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ শুরু হয়েছে

লিচুবাগান মাঠে শুরু হল দমদম মেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ সৌগত রায় এবং বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। মঙ্গলবার।

সন্ধ্যাতেও বহির্বিভাগের পরিষেবা

সংবাদদাতা, বারাসত: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও উন্নয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সেই পথ অনুসরণ করে এবার থেকে সন্ধ্যেতেও মিলবে হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিষেবা। ফলে যাঁদের সকালে সমস্যা তাঁরা যাতে

বিকেলেও এসে পরিষেবা পান সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২৪টি পুরসভা ও পুর নিগমের হাসপাতালগুলোতে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এবং মঙ্গল ও শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত বহির্বিভাগের পরিষেবা পাওয়া যাবে। এছাড়াও, বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছে আরবান প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। যার সংখ্যা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে ৯৬টি। আরও করা হয়েছে আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। যার সংখ্য বর্তমানে ৯১টি। এই কেন্দ্রগুলি থেকে টেলিমেডিসিনের, ল্যাবটেmস্ট, নানান রক্ত পরীক্ষা, পেসার, সুগার, এইডস, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রোগ-সহ বিভিন্ন রোগের পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকছে। পাশাপাশি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওরাল, ব্রেস্ট ও জরায়ু ক্যান্সারের প্রাথমিক চিহ্নিতকরণের সুবিধা, ওষুধের ব্যবস্থাও থাকবে। ইতিমধ্যে ৫৪টি পলিক্লিনিকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখানে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বসবেন রোগী দেখার জন্য। ফলে দূরে গিয়ে বড় হাসপাতাল বা বেসরকারি ক্লিনিকে ডাক্তার দেখানোর দিন শেষ হতে চলেছে। বাড়ির কাছে দেখানো যাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও মিলবে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সম্পুর্ন বিনামূল্যে এমনটাই দাবি বারাসাত স্বাস্থ্য জেলার কর্তাদের।

সংবর্ধনা কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানীকে

প্রতিবেদন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আবিষ্কারে গোটা দেশ তথা বিশ্বমঞ্চে বাংলার ধ্বজা উড়িয়েছে চুঁচুড়ার অভিজ্ঞান কিশোর দাস। নিজের উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে সে সুনাম কুড়িয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিজ্ঞান আবারও প্রমাণ করেছে উদ্ভাবন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চায় বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা বরাবরই দেশের সেরা। চুঁচুড়ার বাসিন্দা হলেও হালিশহরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের পাড়াতেই ছোটবেলা কেটেছে অভিজ্ঞানের। দেশের কনিষ্ঠতম ওই বিজ্ঞানীকেই এবার

যোগ্য সম্মান দিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের 'এল ট্যালেন্টও' অনুষ্ঠানের মঞ্চে অভিজ্ঞানের হাতে সংবর্ধনা তুলে দিলেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। করোনাকালে টাচ ফ্রি অটোমেটিক পোর্টেবল হ্যান্ড স্যানিটাইজিং ব্যবস্থা আবিষ্কার করে গোটা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছিল অভিজ্ঞান। গত অক্টোবরেই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে 'ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩'।

হাওড়ায় উন্নয়নের কাজে প্রতিটি ব্লককে ৩০ লক্ষ

সংবাদদাতা, হাওড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রাম হয়ে উঠছে শহর। সেই মিশনকেই আরও ত্বরান্বিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিল হাওড়া জেলা পরিষদ। হাওড়ার ১৪টি ব্লকের প্রতিটির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হল। এই টাকায় প্রতিটি ব্লকে অন্তত ১টি করে শিশু উদ্যান, সেতু বা কালভার্ট তৈরি করা হবে। সেই শিশু উদ্যানে কচিকাঁচাদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকবে একাধিক ব্যবস্থা। এরই সঙ্গে হাওড়া জেলা পরিষদের ৪২ জন সদস্যের প্রত্যেককে এলাকা উন্নয়নের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে টায়েড (শর্তাধীন) ফান্ডে ১০ লক্ষ ও আনটায়েড (শর্তহীন) ফান্ডে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। টায়েড খাতে এলাকার নর্দমা, নিকাশি ও নলকূপ প্রভৃতির জন্য খরচ করতে হবে। আনটায়েড ফান্ডে নিজেদের মতো রাস্তা তৈরি-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে জেলা পরিষদের সদস্যরা খরচা করতে পারবেন। এছাড়া বাকি ৫ লক্ষ টাকা স্ট্রিট লাইট-সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্যরা। ওই ৫ লক্ষ টাকা রাজ্যের দেয় পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকা থেকে জেলা পরিষদের সদস্যদের দেওয়া হবে। হাওড়া জেলা পরিষদের বোর্ড সদস্যদের সম্প্রতি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের কাজকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতেই হাওড়া জেলা পরিষদের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস জানান, কীভাবে এই বরাদ্দ টাকা ব্যয় করতে হবে তার নির্দেশিকাও প্রত্যেক সদস্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজের অগ্রগতির রিপোর্টও নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যেক সদস্যকে জানাতে হবে। এই ব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্যরা বলছেন, এর ফলে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে চলবে।

জেলা পরিষদ সদস্য পিছু ২৫ লক্ষ টাকা

সমবায় সমিতিগুলিও সক্রিয় উন্নয়নের কাজে : বেচারাম

মঞ্চে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি এবং অন্যরা।

সংবাদদাতা, হাওড়া : সমবায় সমিতির তরফে এবার এলাকার উন্নয়নের কাজও শুরু হল। সেরকমই হাওড়ার বাণীবন জগদীশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে চালু হল একটি পেট্রোল পাম্প। মঙ্গলবার ওই পাম্পের উদ্বোধন করলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছিলেন এলাকার বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি-সহ আরও অনেকে। পেট্রোল পাম্পের পাশাপাশি ১০ হাজার মেট্রিক টনের গুদাম ঘর ও ২৫০ মেট্রিক টনের একটি বহুমুখী হিমঘরেরও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ওই হিমঘর ও গুদামটি কৃষি বিপণন দফতরের তরফে তৈরি করা করা হয়েছে। তবে এগুলির পরিচালনা করবে বাণীবন জগদীশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। এগুলির উদ্বোধন করে মন্ত্রী বোচারাম মান্না বলেন, ২০১১ সালের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই খাতে আগের থেকে ৪ গুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

সমবায়কে ঘিরে মানুষের আগ্রহও বেড়েছে। সমবায় সমিতিগুলি এখন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেও যুক্ত হচ্ছে। সেরকমই জগদীশপুরের এই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে একাধিক উন্নয়নমূলক পরিষেবার সূচনা হল। আগামীদিনে বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই ধরনের নানা পরিষেবা চলবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মৃত্যু হল বগটুইকাণ্ডে অভিযুক্ত ছোট লালনের। সিবিআই গ্রেফতার করেছিল কামরুল শেখ ওরফে ছোট লালনকে। জেল হেফাজতে থাকাকালীনই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিল সে। শেষ পর্যন্ত রোগভোগের পর মারা গেল লালন। বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে তার।

ক্যানিংয়ে রক্তসঙ্কট ফি সপ্তাহে রক্তদান

■ রক্তের আকাল মেটাতে এগিয়ে এলেন মহকুমাশাসক প্রতীক সিংহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে 'রক্ত দিন, নায়ক হন' স্লোগান সামনে রেখে শুরু করলেন ধারাবাহিক রক্তদান শিবিরের। চার পঞ্চায়েত সমিতি ও ৪৬টি পঞ্চায়েতে সারা বছর রক্তদান শিবির আয়োজন হবে। প্রথম দিনেই গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েতে শম্ভুনগর বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে শিবিরে ১৪০ জন রক্ত দিলেন। পরের শিবির বাসন্তীতে। প্রতীক বলেন, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জরুরি প্রয়োজনে যে পরিমাণ রক্তের দরকার তা থাকে না ব্লাডব্যাঙ্কগুলোয়। তাই প্রতি সপ্তাহে সবক'টি পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতে একবার করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে।

শহরে রক্তদান

■ রতন দত্ত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার ৪২তম রক্তদান শিবির আয়োজিত হল কেশব সেন স্ট্রিটের ব্রাহ্ম সমাজে। ছিলেন ৪০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুপর্ণা দত্ত, সুরেশ সিং, স্বপন পাল, গণেশ দাস, কৃষাণু দে, সঞ্জয় নন্দী, রাজদীপ বণিক প্রমুখ।

শীতবস্ত্র দান

■ বালুরঘাটে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ছে। তাই গরিব মানুষদের দেওয়া হল শীতবস্ত্র। ঠান্ডায় যবুথবু অবস্থা ভবঘুরেদের। তাই বালুরঘাট পুরসভার ২২নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। তিনি বালুরঘাটের বুড়ি কালীমাতা মন্দির ও বজরংবলী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মানুষদের শীতবস্ত্র দিলেন। পাশাপাশি অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র ও শুকনো খাবারও বিতরণ করেন তিনি।

সবংয়ে বিরোধী শিবির ছেড়ে তৃণমূলে ২৫০ জন

সংবাদদাতা, সবং : বিরোধী দলের নেতাদের লক্ষ্মঝম্পই সার। তাঁদের কর্মী-সমর্থকেরাই দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। এবার ধস নামল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের চাউলকুড়ি এলাকায়। নির্দলের পঞ্চায়েত সদস্যা-সহ সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে একাধিক পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সবং বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আবু কালাম বক্স প্রমুখ। এদিন মন্ত্রীর হাত ধরে ২৫০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সবাইকে একসঙ্গে থেকে কাজ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন মানস ভুঁইয়া।

উদয়নের হাত ধরে দিনহাটায় শুরু মিনি স্টেডিয়ামের কাজ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের হাত ধরে দিনহাটা শহরে মিনি স্টেডিয়াম তৈরির কাজের সূচনা হল। মঙ্গলবার শহরের পাইওনিয়ার ক্লাবমাঠে। পাশাপাশি বয়েজ ক্লাব এলাকা থেকে চড়ক মেলা মাঠ পর্যন্ত হাইড্রান্ট তৈরির কাজের সূচনাও হয় এদিন। জানা গিয়েছে, প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৯৬ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এই দুটি প্রকল্প। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহযোগিতায়। উদয়ন ছাড়াও ছিলেন দিনহাটা পুরপ্রধান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, উপপ্রধান সাবির সাহা চৌধুরি, পাইওনিয়ার ক্লাবে সভাপতি ডঃ অমল বসাক প্রমুখ। উদয়ন জানান, ছয় মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে এই মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম। খেলাধুলার বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা মিলবে সেখানে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর এই স্টেডিয়াম তৈরি করে দিলেও দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবে ক্লাব কর্তৃপক্ষের। পুঁটিমারি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং, অ্যাপ্রোচ রোড তৈরিও থাকছে পরিকাঠামো তৈরিতে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন মহলে খুশির হাওয়া এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা অত্যন্ত খুশি।

কেশিয়ারির খাজরাতে শুরু মুখ্যমন্ত্রীর পণ্যশ্রী প্রকল্প

সংবাদদাতা, কেশিয়ারি : নতুন বছরে মার্কেট কমপ্লেক্স উদ্বোধন হল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারির খাজরা পঞ্চায়েতের খাজরাতে। মুখ্যমন্ত্রীর 'পণ্যশ্রী' প্রকল্পের অধীন মার্কেট কমপ্লেক্সটির উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি। এতে এলাকার ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। এদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় বিকিকিনি। প্রশাসন সূত্রে খবর, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ও খাজরা গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই পণ্যশ্রী। ২৩টি স্টল আছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মার্কেট নিয়ে তাঁদের মতামত প্রতিভাকে জানান। ছিলেন বিডিও সৌমিক ভড়, প্রবীরকুমার দত্ত, আইসি বিশ্বজিৎ হালদার, কল্পনা সিট, উত্তম সিট, সঞ্জয় গোস্বামী প্রমুখ।

রাজ্য জুড়ে ট্যাঙ্কারচালকদের বিক্ষোভ

তৃণমূলের শ্রমিক নেতা রাজু আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে বিক্ষোভরত তৃণমূল সমর্থিত ট্রাকচালকেরা। আসানসোল বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

দুর্গাপুরের রাজবাঁধ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ডিপোগুলোতে বিক্ষোভ দেখালেন ট্যাঙ্কার চালকেরা। ডিপোর গেট না বন্ধ করে স্টিয়ারিং ছাড়ো আন্দোলনে শামিল হলেন।

কেন্দ্র সরকারের নতুন নিয়মের বিরোধিতা করে কাঁকসার রাজবাঁধ সংলগ্ন তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ডিপোর চালকেরা ডিপোর সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের দাবি, এমনিতেই চালকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। তার ওপর নতুন করে নিয়ম চালু করলে সমস্যা পড়বেন চালকেরা। তাই নতুন নিয়ম প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ওন্দা ব্লকে পদযাত্রা, দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কার্যকর সভাপতি বিজন সরকার, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কার্যকরী সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ ও জেলার শিক্ষক নেতৃত্ব।

আমার বাংলা
3 January, 2024 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্যটনের নয়া দিশা বেঙ্গল সাফারি

রিতিশা সরকার • শিলিগুড়ি

- উৎসবের মরশুমে ৯ দিনে আয়ের রেকর্ড
- ২৪ ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি আয় ৬৫ লক্ষ

উৎসবের মরশুমে রেকর্ড আয় করল বেঙ্গল সাফারি। বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সাফারির কোষাগারে ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের অংক উঠেছে। যা, চলতি ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষে রেকর্ড বলেই দাবি করছেন সাফারি কর্তৃপক্ষ। বড়দিনের ফেস্টিভ মুড শুরু হতেই কাতারে কাতারে পর্যটকদের ঢল নামে মহানন্দা অভয়ারণ্যের বুকে বিশাল বনাঞ্চলে ওপর থাকা সাফারি পার্কে। গত রবি ও সোমবার সাফারি পার্কে যেন তিল ধরনের জায়গা মেলা হয়ে ওঠে দুষ্কর। সকাল হতেই আট থেকে আশি, পরিবার কিংবা বন্ধু বান্ধবের নিয়ে আসা দলে দলে পর্যটক ভিড়ে জমজমাট সাফারির বনভূমি। পর্যটক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের সর্বাধিক সংখ্যক পর্যটক সমাগম হয়েছে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণকে

বেঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের ঢল।

কেন্দ্র করে রবিবার ও সোমবার। ৩১ ডিসেম্বর পর্যটক সংখ্যা ছিল ৬৫৬৮ ও ১ জানুয়ারি ৭৯৫৬। শুধুমাত্র দুদিনের আয়ে এসেছে সাফারির কোষে ১৫ লক্ষ ৬৫ হাজারের কাছাকাছি। ৩১ ডিসেম্বরে আয়ের অংক ৬.৫৬ লক্ষ টাকা, ১ জানুয়ারি ৯.৯ লক্ষ টাকা। রাজ্য বনদফতরের তরফে বেঙ্গল সাফারিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। শুধুমাত্র পরিকাঠামো উন্নয়ন নয় নিত্যনতুন বন্যপ্রাণের আগমনে পর্যটকদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উন্মুক্ত বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্রে পর্যটকদের সাফারির সুযোগ মেলা এই বন্যপ্রাণ উদ্যান পর্যটন মানচিত্রে পাকাপাকিভাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। ক্রমশ দূরদূরান্ত ও দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা সাফারিমুখী হওয়ায় দেশের পর্যটন মানচিত্রেও উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি নিজ স্থান দখলে নিয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান

■ লোকসভা নির্বাচনের আগে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। মঙ্গলবার কোচবিহারে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন নাটাবাড়ির ২৮ নং মন্ডল ওবিসি মোর্চার সভাপতি। জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক যোগদানকারীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। যোগ দিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ওই নেতা। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন আগামী দিনে সাংগঠনিক কাজে লাগানো হবে তাঁকে।

বিজেপির বিরুদ্ধে

■ দার্জিলিঙ জুড়ে বিজেপির বঞ্চনার বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। মঙ্গলবার এই পোস্টার দেখা যায়। তাতে লেখা রয়েছে সংসদ ও বিধায়করা পাহাড়বাসীর সঙ্গে প্রতারণা করছে। যেখানে লেখা আছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা তাদের সাংসদ, বিধায়ক ও দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কথা রাখেনি। পাহারবাসীর দাবি পূরণ করেনি। ২০২৪-এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিজেপি। বিজেপি নেতাদের ভোট চাওয়া উচিত নয় বলেও পোস্টারে ক্ষোভ উগরে দেয় সংগঠনটি।

ফের হাতির হানা

■ ১০ দিনে ২ বার হাতির হানা জলপাইগুড়িতে। সোমবার রাতে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরমারি বনবস্তির আপালচাঁদ ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলা চালায় হাতি। গত ২১ ডিসেম্বর হাতি হামলা চালিয়ে স্কুলঘরের দুটি শ্রেণিকক্ষ ভেঙে দেয়। গতকাল রাতে ফের হাতির হামলায় আরেকটি শ্রেণিকক্ষ ও টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গবেষণাকেন্দ্রে আগুন

■ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের জাতীয় অর্কিড গবেষণাকেন্দ্র। মঙ্গলবার সকালে দ্বিতল ভবনে আগুন লাগে। আগুনে এই গবেষণাকেন্দ্রে থাকা রেফ্রিজারেটার থেকে শুরু করে প্রায় ২০-২২টি এসি মেশিন, প্রচুর গবেষণা পত্র এবং আসবাবপত্র পুড়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ভবনটির সিংহভাগই পুড়ে গিয়েছে। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শট সার্কিট থেকে আগুন।

নিশীথের এলাকায় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ

ঝাঁটা হাতে গর্জে উঠলেন মহিলারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন মহিলারা। জবাব দিতে মহিলারা হাতে তুলে নিলেন ঝাঁটা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের এলাকা জুড়ে ঝাঁটা হাতে নিয়ে মিছিলে হাঁটলেন মহিলারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে দিলেন তাঁরা। প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে দেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেব শর্মা। তিনি বলেন, ভেটাগুড়ি ও মাতালহাটের সাধারণ মানুষ বিজেপির সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ। সেই সন্ত্রাসের জবাব দিতেই ঝাড়ু হাতে মাঠে নেমেছে দলের মহিলারা। মহিলারাই ঝাড়ু হাতে বিজেপিকে বিদায় দেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদে জয়ী হলেও বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির কাছের এলাকা ভেটাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি পার্টি অফিস খুলতে বাধা দিচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কখনো মারধর করে কখনও বাড়িতে বোমাবাজি করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ভেটাগুড়ি এক ও দুই অঞ্চলের দুটি পার্টি অফিস খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নিয়মিত সেই পার্টি অফিসে দলে দলে যাতায়াত করছেন দলের কর্মীরা। শনিবার ভেটাগুড়ি চলো এই অভিযানে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বাধা দিতে বিজেপি দুবার বোমাবাজি করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক জানান, বিজেপি সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে এলাকায়। তাই মহিলারা পথে নেমেছেন বিজেপির সন্ত্রাসের জবাব দিতে।

জেলা সভানেত্রীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে মিছিল।

প্রতারণা রুখতে সচেতনতা শিবির

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বক্সার গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণের টাকা ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারের দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করেছে জেলা প্রশাসন। নিরিহ বাসিন্দারা যেন কোনওভাবেই সাইবার প্রাতণার শিকার না হন সচেতনতায় হল শিবির। তাঁদের পুরো বিষয়টি বোঝাতে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যান জেলাশাসক, বনকর্তা ও ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা। কীভাবে বনবস্তির বাসিন্দারা আর্থিক প্রতারণা থেকে দূরে থাকবেন, বোঝাতে হয় শিবির। জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ এক একটি পরিবার পেয়েছে। আমরা চাইছি কোনওভাবেই কোনও পরিবার যেন দালালচক্র বা জালিয়াতির খপ্পরে না পড়ে, তাই এই শিবির। এই দুই বস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনে রাজ্য নতুন গ্রাম গড়ে তুলছে।

শুরু আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রাজ্যসরকারের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারে শুরু হল বইমেলা। মঙ্গলবারমেলার উদ্বোধন করেন জেলাশাসক আর বিমলা। বইমেলার দশমবর্ষের প্রথম দিনেই স্থানীয়দের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বইমেলার উদ্বোধনের মুহূর্ত।

আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার টাউন ক্লাবের মাঠে বসেছে মেলা। চলবে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মোট ৮৩টি প্রকাশনা সংস্থা জেলা বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। সময় দুপুর ১২.৩০ থেকে সন্ধে ৭.৩০ পর্যন্ত।

পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় প্রাথমিক স্কুলে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চালু হল অত্যাধুনিক পদ্ধতি। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল "স্টুডেন্টস সেফটি ম্যানেজমেন্ট অ্যারাইভাল ডিপার্চার" প্রকল্প। বিদ্যালয়ে বহিরাগতের প্রবেশের মত ঘটনা এড়ানো সম্ভব এর মাধ্যমে। এই বিশেষ অটো অ্যাটেডেন্স ব্যবস্থা কিডভার্সিটি নামের একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় করা হয়েছে। স্কুলে বায়োমেট্রিক সদৃশ একটি মেশিন বসানো হয়েছে। এতে পড়ুয়ারা স্কুলে প্রবেশ বা স্কুল থেকে বেরোনোর সময় তাদের ডিজিটাল আই কার্ড সেই মেশিনে স্পর্শ করবে। এর ফলে একটি মেসেজ পৌঁছবে পড়ুয়ার অভিভাবকের মোবাইলে। অভিভাবক মেসেজের মাধ্যমে তার শিশুর উপস্থিতি জেনে নিশ্চিন্ত হবেন। অভিভাবকদের জন্যও প্রদান করা হয়েছে একটি করে কার্ড। অভিভাবক বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌহান জানান, এই অটো অ্যাটেনডেন্স মেশিনটির জন্য খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। স্কুলের তরফে বসানো হয়েছে ওয়াইফাই, ওয়েবসাইট। এর জন্য বছরে একেবারে নূন্যতম খরচ বহন করতে হবে অভিভাবকদের।

পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌহান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

3 January, 2024 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

মুর্শিদাবাদের কামাদপুরে সোমবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রাস্তার ধারে আটটি পাটকাঠির গাদায় লাগে আগুন। গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালে নিয়ন্ত্রণে আসে

প্রধানমন্ত্রী কথা রাখেন না, তুলোধোনা ডেপুটি স্পিকারের

মুখ্যমন্ত্রীর গ্যারান্টি খাঁটি, উপকৃত মানুষ

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, কৃষকের এক শতক জমি থাকলেও দুই হাজার টাকা কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় পাবেন। যাঁদের দু একর জমি, পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন। বাংলার কৃষকবন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার কৃষক বছরে ৪০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন। এর নাম মমতা বন্দ্যোরপাধ্যায়। এটাই ওঁর গ্যারান্টি। এখন তো মোদি চব্বিশের গ্যারান্টি দিচ্ছেন। কিন্তু দশ বছর আগে ওঁর গ্যারান্টি কী ছিল? সমস্ত কালো টাকা বিদেশ থেকে এনে আমজনতার অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। জনধন প্রকল্পে সেই অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্কের সামনে মানুষ লাইন দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫ পয়সাও পাননি। এটাই হল মোদির গ্যারান্টি! পার্থক্য ছিল, পার্থক্য আছে, পার্থক্য থাকবে। রামপুরহাট শহরের দলীয় কার্যালয়ে আইএনটিটিইউসির কর্মিসভায় বললেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে তাদের সারা বছরের দলীয় কর্মসূচির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন। ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, রামপুরহাট শহর সভাপতি আবদুর রেকিব, ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ও মহিলা তৃণমূলের শাখা সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব। সভায় টোটো, অটোরিকশা চালক থেকে সাফাইকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক, হকার্স— সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকেরা ছিলে। আশিস বলেন, আমরা সমবেত হয়েছি একটাই লক্ষ্যে। চব্বিশের লোকসভা ভোট। আমি জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান হিসেবে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, চব্বিশে বীরভূমের দুটি লোকসভাতেই তৃণমূল বিপুল ভোটে জিতবে।

মঞ্চে বক্তা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব ভট্টাচার্য, আবদুর রেকিব, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি প্রমুখ। মঙ্গলবার।

বহরমপুরে ব্যাগভর্তি বোমা

■ সাগরপাড়ায় ব্যাগভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার। বাঁশবাগানের মধ্যে ছিল বোমাগুলি। সাগরপাড়া থানার রমাকান্তপুর এলাকায়। একটি নাইলন ব্যাগে বোমাগুলি রাখা ছিল। বোমা উদ্ধারের পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে সাগরপাড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে বহরমপুর থেকে বম্ব ডিসপোজাল টিম এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে একটি বাগানের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে। মোট পাঁচটি তাজা সকেট বোমা ছিল। স্থানীয়রা জানান, এই বাগানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঠে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। সব সময় যাতায়াত চলে। ছেলেমেয়েরাও দিনেরবেলায় খেলতে বাগানে যায়।

কম্বল, শীতবস্ত্রদান

■ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গোটা রাজ্যেই নানা অনুষ্ঠান হয়। আরামবাগ লোকসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল ও বুথেও দলীয় কার্যালয়গুলিতে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি প্রবল ঠান্ডার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র দান করা হয়।

বাঁকুড়া জেলা বইমেলা শুরু
ভূমিপুত্র কবি জগদ্রম রায় স্মরণ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : শুরু হল ৩৯তম বাঁকুড়া জেলা বইমেলা, মঙ্গলবার। থিম 'ভাষা শিখব বই লিখব'। বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ ময়দানে। চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করলেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা। প্রধান অতিথি খাদ্য সরবরাহ প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি অনসূয়া রায়, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে অষ্টকাণ্ডের সম্পূর্ণ জগদ্রমী রামপ্রসাদী রামায়ণ রচয়িতা ও বাঁকুড়ার সাধক কবি জগদ্রম রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ৩৯তম জেলা বাঁকুড়া বইমেলায় তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ৮৫টি প্রকাশন সংস্থা ও পুস্তক বিক্রেতা যোগ দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম বইমেলা এবার সরল গ্রামীণ এলাকায়

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ষষ্ঠবর্ষে বইমেলা জেলা সদর ঝাড়গ্রামে না হয়ে হচ্ছে ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ এলাকার মানিকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত ও বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছিলেন গ্রন্থাগার দফতরের বিশেষ সচিব দেবযানী ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি, জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল প্রমুখ। ১৬টি প্রকাশন সংস্থার স্টল ছিল। সঙ্গে সাঁওতালি, কুড়মালি ভাষা ও গ্রন্থাগার দফতরের স্টল ছিল। ঝাড়গ্রাম জেলা বইমেলা শুরু থেকে চার বছর ঝাড়গ্রাম শহরের রবীন্দ্র পার্কে হয়েছিল। পঞ্চম বর্ষে মেলা বসেছিল গোপীবল্লভপুরের যাত্রা ময়দানে। গত বছর রেকর্ড বই বিক্রি হয়েছিল। ১১ লক্ষ টাকার বেশি। এবার বিভিন্ন জেলায় বই মেলা চলার ফলে এবার কম সংখ্যায় প্রকাশনী সংস্থা এসেছে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ মহম্মদ সহিদুল্লা জানান, এবার ঝাড়গ্রাম জেলা বইমেলা মানিকপাড়াতে হচ্ছে। আট জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে।

জয়চণ্ডী পাহাড়ে উৎসবের আমেজে পর্যটকের ঢল

সঞ্জিত গোস্বামী ● পুরুলিয়া

নববর্ষে যেন পর্যটকের সুনামি জয়চণ্ডী পাহাড়ে। প্রতি বছরের মতো এবারও ২৮ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল পুরুলিয়ার অন্যতম পর্যটনক্ষেত্র জয়চণ্ডী পাহাড়ে পর্যটন উৎসব। পাঁচদিনের উৎসব শেষ হল সোমবার। আর সেদিনই পাহাড়ের পাদদেশে মেলার ময়দানে জনারণ্য দেখে খুশি আয়োজকেরা। এই উৎসব পরিচালন কমিটির সভাপতি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, ঐতিহ্য মেনে উৎসব হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক রঙ ছিল না। সেটা যে সত্যি, তা তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন উৎসবের সূচনাতেই। ১৮ বছর আগে তৎকালীন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার উদ্যোগে প্রথম মেলাটি হয়েছিল। বাসুদেববাবু মারা গিয়েছেন সম্প্রতি। এবার মেলার উদ্বোধন মঞ্চে তাই তাঁর প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সকলে। সৌমেন বলেন, তৃণমূল আমরা-ওরা করে না। আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করি।

জয়চণ্ডী পাহাড়ে উৎসবে শরিক হতে হাজির হাজার মানুষ।

শহর রঘুনাথপুরের একেবারে গা-ঘেঁষে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে তিনটি শৃঙ্গ আছে। মাঝের পাহাড়ের মাথায় আছে মন্দির। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক সত্যজিৎ রায় 'হীরকরাজার দেশে' ছবির শুটিং করেছিলেন এখানে। তাঁর স্মৃতিতে মেলাপ্রাঙ্গণে একটি মঞ্চ গড়া হয়েছিল। সেই মঞ্চেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি হয়।

রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি বলেন, জয়চণ্ডী পাহাড় পাহাড়ে চড়ার প্রশিক্ষণের অন্যতম সেরা ক্ষেত্র। মুখ্যমন্ত্রী এখানে যুব আবাস করে দিয়েছেন। গড়ে উঠেছে অতিথি আবাসও। পাহাড়ের টানেই মানুষ আসতেন। এখন উৎসব হওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে পর্যটনে।

আমার বাংলা
3 January, 2024 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আম-আদমির সমস্যা লাঘবে রাস্তার হাল ফেরাচ্ছে প্রশাসন

নদিয়া জেলা পরিষদ

সংবাদদাতা, নদিয়া : সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করতে নদিয়া জেলা পরিষদ নিল বিশেষ উদ্যোগ। ৫৬ লক্ষ টাকা খরচে যাতায়াতে গতি ও সাচ্ছন্দ্য আনতে তৈরি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ধরমপুর থেকে মাজদিয়া আসার পথে টুঙ্গির মোড় পর্যন্ত আড়াই কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটির পিচ উঠে গর্ত তৈরি হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অথচ এটি এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত-লাগোয়া ধরমপুর ও তার আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের প্রাণ কেন্দ্র মাঝদিয়া যাওয়ার জন্য এটিই একমাত্র পথ। স্কুলকলেজ, হাসপাতাল, ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্য স্থানীয়দের প্রতিনিয়ত এই রাস্তা দিয়ে

ধরমপুর-মাজদিয়া এই রাস্তার সংস্কার হবে।

চলাচল করতে হয়। ধরমপুর থেকে কৃষ্ণগঞ্জ হাসপাতালের দূরত্ব মাত্র ৬ কিমি হলেও সেখানে পৌঁছতে ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় লেগে যায়। ফলে রাতবিরেতে রোগী নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর করতে অবশেষে রাস্তাটিকে নতুন করে তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পরিষদ।

এ নিয়ে পরিষদের শিক্ষাসংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক মণ্ডল বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই এলাকায় গিয়ে বেহাল রাস্তার বিষয়টি জানতে পারি। মানুষের প্রয়োজনে রাস্তাটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা পরিষদ। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর বলেন, রাস্তাটির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা থেকে ৫৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে জেলা পরিষদের বৈঠকে। শিগগিরই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

পৌষসংক্রান্তি থেকে কংসাবতী তীরে গঙ্গারতি চালু করছে মেদিনীপুর পুরসভা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পৌষসংক্রান্তির দিন থেকে মেদিনীপুর শহরের মুকুটে জুড়ছে নতুন পালক। পুরপ্রধান সৌমেন খান এই ঘোষণা করে জানান, বারাণসির ধাঁচে এবার কংসাবতী নদীবক্ষে নিয়মিত হবে আরতি। এই উদ্যোগ নিয়েছে মেদিনীপুর পুরসভা। সূচনা হচ্ছে পৌষসংক্রান্তিতে। আগেই সাজানো হয়েছে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কংসাবতী তীরবর্তী গান্ধীঘাটকে। সেই সৌন্দর্যায়ন উপভোগ করতে প্রতিদিনই বহু মানুষ ঘাটে হাজির হন। এবার সেই গান্ধীঘাট সংলগ্ন কংসাবতী নদীবক্ষে নতুন সংযোজন গঙ্গারতি হবে বাড়তি আকর্ষণ। প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সেখানে হবে গঙ্গারতি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হবে রাম, সীতা ও মহাবীর মন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাও হবে পৌষসংক্রান্তির দিনই। মেদিনীপুরের পুরপ্রধান সৌমেন খান বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন নদীবক্ষে গঙ্গারতি করার জন্য। সেই কারণে আমরা কংসাবতী নদীতে প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গারতি করব। গান্ধীঘাট মানুষের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় স্থান। সেই আকর্ষণ আরও বাড়বে গঙ্গারতি এবং রাম-সীতা ও মহাবীর মন্দিরের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক সাহায্য করেছিলেন বলেই এই কাজটা করতে পেরেছি। এখানকার বিরোধী দলের সাংসদ পর্যন্ত দুবার এলাকায় এসে সৌন্দর্যায়নের প্রশংসা করে যান। এবার ঘাটের আকর্ষণ বাড়াতে চলেছে নতুন মন্দির ও গঙ্গারতির ব্যবস্থা।'

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের চক্ষুপরীক্ষা শিবির

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সারা বছর মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কিছু না কিছু করে। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারির উদ্যোগে পুরুলিয়ার লোকেশ্বরানন্দ আই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কোতুলপুর থানা প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে চারশোর বেশি মানুষ চোখ পরীক্ষা করান। ছিলেন বিষ্ণুপুরের এসডিপিও কুতুবউদ্দিন খান, কোতুলপুর থানার আইসি শুভাশিস হালদার প্রমুখ। আগামীতে জেলার অন্যান্য থানাতেও দুঃস্থ মানুষদের জন্য কর্মসূচি চলবে বলেন এসডিপিও। বিষ্ণুপুর থানাতেও মঙ্গলবারের এই কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০ জনের পরীক্ষা হয়।

বকেয়া আদায়ে পূর্ব বর্ধমানে চালু হচ্ছে অনলাইন পেমেন্ট

সংবাদদাতা, বর্ধমান : নতুন বছরের শুরুতেই পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানান, '২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনা রূপায়ণ শুরুর পাশাপাশি নতুন কিছু প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই জেলা পরিষদ চালু করতে চলেছে অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা। জেলা পরিষদের অধীনে রয়েছে গোটা জেলায় একাধিক মার্কেট কমপ্লেক্স। জেলা পরিষদ ভবনেই রয়েছে সভাগৃহ। রয়েছে সংস্কৃতি লোকমঞ্চ। বিশেষত জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মার্কেট কমপ্লেক্স এবং যাঁরা জেলা পরিষদের সম্পত্তি ভোগ করছেন তাঁদের কাছ থেকে তেমন আয় হচ্ছিল না। প্রাপ্য আদায়ও হচ্ছিল না কর্মীর অভাবে। ফলে আয়ে ঘাটতি দেখা দেয়। এই অবস্থা কাটাতে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে অনলাইন পেমেন্ট (ইউপিআই) চালু করার বিষয়টি। এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চকেও যুক্ত করা হবে। জেলার সবথেকে বড় সভাঘর সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সারা বছর যাঁরা কর্মসূচি পালন করেন তাঁদের ট্রেজারিতে চালান কেটে টাকা জমা দিতে ঝক্কি পোহাতে হয়। অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু হলে সেই ঝক্কি পোহাতে হবে না। পাশাপাশি এতদিন জেলা পরিষদের সম্পত্তি ব্যবহারের পরও যাঁরা প্রাপ্য দিচ্ছিলেন না এবার দিতে বাধ্য হবেন। না দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলা পরিষদের ভবন লাগোয়া জায়গায় কর্মীদের দাবিপূরণে স্থায়ী সাইকেল, গাড়ি স্ট্যান্ড গড়ার কাজ শেষ পর্যায়ে।

আদিবাসীদের অস্থি বিসর্জনে হবে ঘাট

সংবাদদাতা, গড়বেতা : গড়বেতা ১ ব্লকের আদিবাসী মানুষদের দাবি মেনে ধাধিকা সেতুর কাছে শিলাবতী নদীর পাড়ে অস্থি বিসর্জনে ঘাট নির্মাণে সবুজ সংকেত দিলেন বিডিও রামজীবন হাঁসদা। তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের প্রতিনিধিদল। সেখানে ঘাট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিডিওর সবুজ সংকেত মিলেছে বলে খবর। ৩৪ লক্ষ টাকায় সরকারি এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে। সংগঠনের নেতা স্বপন মান্ডি জানান এই ঘাট নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। আমরা অত্যন্ত খুশি যে রাজ্য সরকার অস্থি বিসর্জনের ঘাট তৈরিতে উদ্যোগ নিচ্ছে। দাবি মেটানোর জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিনে রোগীদের ফল

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলা তৃণমূলের পক্ষে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু ও প্রসূতি বিভাগের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী ও বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি রাজীব দে-র নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান কর্মসূচির পর চলে এই ফলদান। বাঁকুড়ার পুরনেত্রী অলোকা সেন মজুমদার বলেন, জেলা তৃণমূল ভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পরে আমরা ফল বিলি অনুষ্ঠানে শামিল হই।

স্মরণে কর্মবিরতি আইনজীবীদের

প্রতিবেদন : প্রয়াত আইনজীবী সুভাষরঞ্জন সেনগুপ্তের স্মরণসভা উপলক্ষে বারাসত জেলা আদালতের আইনজীবীরা শ্রদ্ধা জানানোর পর কর্মবিরতি পালন করেন মঙ্গলবার। স্মরণসভায় ছিলেন বারসত বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তারক মুখোপাধ্যায়, সভাপতি উমাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এর আগে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ি যান বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহা প্রমুখ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিষ্ণুপুরে করুণাময়ী কালীবাড়ির পৌষমেলায় মানুষের ঢল

গণেশ সাহা • মুর্শিদাবাদ

কালীপুজো উপলক্ষে সেজে উঠেছে বহরমপুরের বিষ্ণুপুরে প্রাচীন করুণাময়ী কালীবাড়ি। এই মন্দিরে নিত্যপুজোর সঙ্গে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে হয় বিশেষ পুজো। আর প্রতি বছর পৌষে চলে টানা এক মাসের মেলা। মায়ের আবির্ভাব মাস হিসাবে পৌষের প্রতি শনি-মঙ্গল উপচে পড়ে ভিড়। জেলা ও জেলার বাইরের প্রচুর মানুষ পুজো দিতে আসেন। এখানকার মা জাগ্রত বলে পরিচিত। মন্দিরের সেবাইত বিশ্বতোষ পাণ্ডে জানান, নবাব সরফরাজ খানের আমলে কাজের সন্ধানে মহারাষ্ট্র থেকে বাংলায় আসেন কৃষ্ণনন্দ হোতা নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ। কিছুদিন পরেই তিনি কাশিমবাজারের নবাবের অধীনে কাজ পান। তবে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও সন্তান না হওয়ায় মানসিক কষ্টে ছিলেন। কয়েক বছর কাজ করার পরে তাঁর মনে হয়, অনেক অর্থোপার্জন হয়েছে। এবার দেশে ফিরতে হবে। কিন্তু তিনি একদিন স্বপ্নাদেশ পান, তুই এখানেই থাক, আমি তোর কাছেই আসছি। এক বছর পরই তাঁর কন্যাসন্তান হলে তিনি নাম রাখেন করুণাময়ী। বাবাঅন্তপ্রাণ মেয়েকে একা রেখে কোথাও যেতেন না কৃষ্ণনন্দ। সঙ্গে নিয়ে অফিসেও যেতেন। সেই সময় বিষ্ণুপুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ মহাশ্মশান এলাকা। সেখানে বাঘের উপদ্রব ছিল ভীষণ। বহরমপুর শহরের বহু প্রাচীন

'হোতার সাঁকো' আজও বর্তমান। সেখানে ছিল পারাপারের ঘাট। কৃষ্ণনন্দর বাড়ি ছিল সৈদাবাদে। প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার আগে তিনি বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানে বটবৃক্ষের তলায় ধ্যান করতেন। মেয়ে করুণাময়ী তখন সেখানে খেলে বেড়াত। একদিন বিষ্ণুপুরে এসে তাঁর মনে পড়ে অফিসে জরুরি কাজ ফেলে এসেছেন। তাঁকে ফের কাশিমবাজার যেতে হবে। সে সময় তিনি দেখেন রাস্তা দিয়ে পরিচিত এক শাঁখারি যাচ্ছেন। তাঁকে কৃষ্ণনন্দ তাঁর মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেন। শাঁখারি তাঁর কন্যাকে নিয়ে হোতার সাঁকোর ঘাটে আসতেই করুণাময়ী ঘাটে নেমে জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কৃষ্ণনন্দ কন্যাশোকে নবাবের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানে ধ্যানস্থ হয়ে মায়ের দর্শন পান গাছের কুঠুরিতে। সেখানেই মায়ের প্রতিষ্ঠা করে চলে পুজো। এখন সেই কালীবাড়ির মাঠে পৌষ মাস জুড়ে বসে বিশাল মেলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লোকসভার স্বাধিকাররক্ষা কমিটি বৈঠক ডাকল সাসপেন্ড হওয়া কংগ্রেস সাংসদদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। বিজেপি সাংসদ সুনীলকুমার সিং লোকসভার স্বাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান। ১২ জানুয়ারি সাসপেন্ড হওয়া তিন কংগ্রেস সাংসদের মৌখিক বয়ান রেকর্ড করা হবে

ট্রুডোকে তোপ জয়শঙ্করের

প্রতিবেদন : জাস্টিন ট্রুডো সরকারের নীতির কারণেই কানাডায় খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলির এত বাড়বাড়ন্ত! কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, কানাডার রাজনীতি খালিস্তানিদের পরিসর দিয়েছে এবং তাদের এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে যা ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতি করছে। সব জেনেও ভারত-বিদ্বেষী জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে কানাডা সরকার। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয়শঙ্করের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কানাডায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্তের কারণে অপরাধ এবং হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই সমস্ত অপরাধ আটকাতে ভারত সরকার অনেক তথ্য দিয়ে কানাডাকে সাহায্য করেছে, দুষ্কৃতীদের প্রত্যর্পণের দাবিও জানিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামায়নি কানাডার প্রশাসন। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসার সহায়ক পরিবেশ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিদেশমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে কানাডার ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানপন্থীদের বিক্ষোভ এবং হামলার ঘটনার প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন তিনি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের বিরোধিতা করার সাহস নেই কানাডার সংখ্যালঘু ট্রুডো সরকারের।

প্রথম দিনেই একশোয় ১০০

(প্রথম পাতার পর)

বিদ্যুতের নয়া সংযোগ, বিদ্যুতের বকেয়া ছাড় এবং উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্তকরণ। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এবারে দুয়ারে সরকারে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬১ হাজার ১৭০টি শিবির হয়েছিল। ভ্রাম্যমাণ শিবিরের সংখ্যা ৪১,৩৬৫টি। জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ১১ হাজার ৩২৭টি আবেদনপত্র নিষ্পত্তি হয়েছে। অনুমোদন পেয়েছে ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৯০টি। ইতিমধ্যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৩৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯৭ জন আবেদনকারীকে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ঐক্যশ্রী, লক্ষ্মীভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী এবং আধার সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

সংসদে হামলার জন্য পরিকল্পনা অনেক আগেই

নবনীতা মণ্ডল, নয়াদিল্লি : ২০১৫ সাল থেকে চলছিল সংসদ হামলার পরিকল্পনা। জানা গিয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের যে ঘটনা ঘটেছে, তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে আরও আগে। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ২০১৫ সাল থেকে লোকসভায় হামলার পরিকল্পনা করছিলেন। আর করছিলেন। এই চাঞ্চল্যকর তথ্যের মাধ্যমে বিরোধীদের তোলা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতার অভিযোগেই সিলমোহর পড়ল। তদন্তকারী আধিকারিকরা

জানান, তদন্তের মাধ্যমে উঠে এসেছে, প্রধান অভিযুক্ত মনোরঞ্জন ডি এবং সাগর শর্মা (যারা লোকসভার ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন) ছিলেন এই দলের প্রাথমিক সদস্য। পরে এতে যোগ দেন ললিত ঝা, নীলম দেবী এবং অমল শিন্ডে।

আরও তিনজনকে, যারা অনলাইন সামাজিক মাধ্যমের অংশ ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজনকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করার কাজে লাগানো হয়। এর থেকেই স্পষ্ট, রাজধানীতে খোদ সংসদের ভিতরে প্রশাসনের নাকের ডগায় যেখানে সবথেকে নিরাপদ জায়গা হওয়া উচিত সেখানেই হামলা চালানোর পরিকল্পনা চলছিল গত আট বছর ধরে। অথচ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। এই চূড়ান্ত গাফিলতি নিয়ে ইতিমধ্যেই সোচ্চার বিরোধীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা স্বীকার করেছেন যে তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আগে বহুবার নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। অভিযুক্তদের দাবি, এই হামলার মাধ্যমে তাঁরা সরকারকে তাদের দাবি পূরণে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন।

পুলিশ অভিযুক্তদের 'আসল উদ্দেশ্য' নিশ্চিত করতে পলিগ্রাফ পরীক্ষা করতে চায়।

জানা গিয়েছে, মনোরঞ্জন ডি এবং অপর দুই ব্যক্তি দিল্লির সদর বাজার থেকে তেরঙ্গা পতাকা কিনেছিলেন এবং তারপর ইন্ডিয়া গেটের কাছে একত্রিত হয়ে দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা উত্তরপ্রদেশের লখনউতে তৈরি করা দুই জোড়া জুতা ব্যবহার করেছিলেন। যেগুলির মধ্যে পার্লামেন্টের ভিতরে ধোঁয়ার ক্যানিস্টার নেওয়ার কাজ করা হয়।

এদিকে, সিআরপিএফ ডিরেক্টর-জেনারেল অনীশ দয়াল সিংয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা সংসদের নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে আগামী সপ্তাহে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে।

ভিভিপ্যাট: মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি

প্রতিবেদন : ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাটের দাবি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চায় ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা। বৈঠকের জন্য সময় চেয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। উল্লেখ্য, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেই এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার জন্য দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেন তাঁর দিল্লি সফরকালে। একই বিষয়ে তাঁর কথা হয় বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিং-এর সঙ্গেও। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট নিয়ে চলা আলোচনার সময়ে দিগ্বিজয় এবিষয়ে কমিশনের ঔদাসীন্য নিয়ে অভিযোগ জানালে দ্রুত বিরোধী 'ইন্ডিয়া' শিবিরকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

আইআইটি-বিএইচইউতে শ্লীলতাহানিতে বিজেপি যোগ, কটাক্ষ মহুয়ার

অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দলের শীর্ষনেতাদের ছবি এখন ভাইরাল।

প্রতিবেদন : ঠোক দিজিয়ে স্যার...! আইআইটি-বিএইচইউতে শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিজেপি ঘনিষ্ঠ অভিযুক্তদের নিয়ে এবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। মনে করালেন, দুষ্কৃতী দমনে এনকাউন্টারের পথে হাঁটা যোগীর পুলিশ এবার কি বিজেপি ঘনিষ্ঠদের ক্ষেত্রেও একই কাজ করবে?

বারাণসীর আইআইটি-বিএইচইউতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। বিষয়টিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্র উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে জানতে চেয়েছেন, এবার কত সময় লাগবে অপরাধীদের সম্পত্তির উপর বুলডোজার চালানোর জন্য। কেননা এর আগে অন্য অভিযুক্তদের ঘরবাড়িও গুঁড়িয়ে দিয়েছিল যোগীর পুলিশ।

সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্টে মহুয়া ব্যঙ্গাত্মকভাবে লিখেছেন, অতীতের নানা ঘটনার মতো এবার এই অপরাধীদেরও হত্যা করুন। সর্বোপরি অভিযুক্তদের সম্পত্তিতে বুলডোজার চালাতে এত বিলম্ব কেন? মহুয়া মৈত্র উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে অভিযুক্তদের ছবিও শেয়ার করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটি সাক্ষাৎকারে স্বয়ং যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, অপরাধ করলে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। তাঁর 'ঠোক দো নীতি'র ফলে গত তিন বছরে রাজ্যে বেশ কয়েকটি চর্চিত এনকাউন্টার হয়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের আইআইটি-বিএইচইউ ক্যাম্পাসের ভিতরে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির দু-মাস পর রবিবার তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনজনেই সক্রিয় বিজেপি কর্মী ও কুখ্যাত আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। গেরুয়া দলের এই অভিযুক্তদের সঙ্গে বিজেপির শীর্ষনেতাদের ছবিও রয়েছে। অভিযুক্তরা সকলেই বিজেপির কর্মকর্তা হিসাবে পরিচিত।

মানুষকে পথে বসানোর চক্রান্তে বন্ধ

(প্রথম পাতার পর)

বলেও দাবি তোলা হয়েছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, হতাশা এবং অনটনের ফলে রেশন ডিলাররা অস্তাচলে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি মানছে না। আর সেই দায় রাজ্য সরকারের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আরও বলেন, এই ধর্মঘটের ফলে দেশের ৮০ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষ এবং রাজ্যের ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ যাঁরা খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আছেন, তাঁদের রেশন বন্ধ হবে না।

মাদক খাইয়ে অত্যাচার

(প্রথম পাতার পর)

কেন তিনি চুপ?

শশী পাঁজার প্রশ্ন, যেখানে ঘটনা ঘটেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেই এলাকার সাংসদ। প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রেও মহিলাদের উপর নির্যাতন চলছে। তারপরও বিজেপি একটি কথাও বলবে না? উত্তরপ্রদেশে বারবার এমন ঘটনা ঘটছে অথচ বিজেপির ভ্রুক্ষেপ নেই। মন্ত্রী অভিযোগ করেন, অদ্ভুতভাবে জাতীয় মহিলা কমিশনও এই বিষয়ে নীরব। যেহেতু বিজেপি কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাই তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আর এগিয়ে আসছে না। অথচ পান থেকে চুন খসলেই বাংলা-সহ অ-বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে ছুটে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। আর ডাবল ইঞ্জিন যোগী-রাজ্যে প্রমাণিত বিজেপি সদস্যদের কীর্তি, তবুও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না তাঁরা।

অন্যায় সংহিতার জের

যোগী রাজ্যে পুলিশের গুলি

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও। ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদে ব্যাপক গণ্ডগোল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড সহ বিভিন্ন রাজ্যে। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে আরও খারাপ হতে পারে। এরই মধ্যে উত্তর প্রদেশ থেকে ব্যাপক গণ্ডগোলের খবর আসছে। ধর্মঘটীরা পুলিশের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা পুলিশের দিক থেকে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে।

কী এই আইন

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দু'দিনে 'ভারতীয় দণ্ডবিধি' সংশোধন করে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' আইন নিয়ে আসে কেন্দ্রীয় সরকার । সংহতি ১০৪ (২) ধারায় পথ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত নয়া বিধানের সংযোজন করেছে কেন্দ্র । সেখানে বলা হয়েছে, গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত চালক নিজে পুলিশকে ফোন করে সেই কথা জানাবে । তা না-করে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে 'হিট অ্যান্ড রান' মামলায় অভিযোগ দায়ের হবে । সেক্ষেত্রে চালকের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে ।

কলকাতাতেও বিক্ষোভ

বিক্ষোভের আঁচ পড়েছে কলকাতাতেও। খিদিরপুরে রাস্তা আটকে রাখেন ট্রাক ও লরি চালকরা। পরে বন্দর এলাকার রামনগর মোড়, অ্যাসবেস্টস মোড়, হাইড রোড, সিক লেনেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মতলা বা হেস্টিংসের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে খিদিরপুর ও ডায়মন্ড হারবার রোডের সংযোগস্থল থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, গার্ডেনরিচের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ঘোরানো হয় ব্রেস ব্রিজ দিয়ে। এর ফলে সকাল থেকে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। এই ঘটনায় অফিস টাইমে খাস কলকাতা অবরুদ্ধ, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ। লরি ও ট্রাক চালকরা বলছেন কেন্দ্রের বর্তমান পরিবহন নীতির পরিবর্তন না হলে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু সরবেন না।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের বামনগাছিতেও চলে ট্রাক ও লরি চালকদের সমর্থনে প্রতিবাদ। এখানে রাস্তায় নামেন ম্যাটাডোর চালকরা। সকাল ১০টায় যশোর রোডে বামনগাছি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মিনি ট্রাক ড্রাইভার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অবিলম্বে কেন্দ্রের কালা আইন বাতিল করতে হবে বলে দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে একঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। এছাড়া কাঁকসা, আসানসোল, দুর্গাপুরেও বিক্ষোভ দেখান ট্রাক ও লরি চালকরা।

জিনিসের দাম বাড়ার আশঙ্কা

কেন্দ্রের এই কালা কানুন চালকদের রোজগার কেড়ে নিয়ে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, দেশ জুটে ট্রাক চালকদের বিদ্রোহে স্তব্ধ পণ্য পরিবহন। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ সালের জিনিসের আকাশ সমূহ মূল্যবৃদ্ধি হবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জওহরলাল নেহরুর চিন-নীতির সমালোচনায় বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে 'বাস্তববোধহীন' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, চিন নিয়ে অবাস্তব রোমান্টিকতা ছিল নেহেরুর। বাস্তব বোঝেননি তিনি

অবতরণের সময় বিমানে আগুন, অবিশ্বাস্য রক্ষা কয়েকশো যাত্রীর

দুই বিমানের সংঘর্ষ টোকিও বিমানবন্দরে

প্রতিবেদন : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড থেকে অবিশ্বাস্য রক্ষা কয়েকশো যাত্রীর। টোকিওর হানেদা বিমানবন্দরে মঙ্গলবারের ঘটনা। রানওয়েতে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান অবতরণের সময়ই আগুন ধরে যায়। অন্য একটি বিমানে ধাক্কা লাগার পরেই অগ্নিকাণ্ড। সেই আগুন ছড়ায় রানওয়েতেও। প্রায় ৪০০ যাত্রী নিয়ে অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত গতিতে একাধিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে আগুন নেভানোর কাজ চলে। যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা গিয়েছে বলে জানিয়েছে উড়ান কর্তৃপক্ষ। বিমানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে।

জাপান এয়ারলাইন্স বিমান সংস্থা জানিয়েছে, হোক্কাইডোর নিউ চিটোস বিমানবন্দর থেকে টোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে অবতরণ করছিল বিমানটি। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। হানেডা বিমানবন্দরে উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমানের সঙ্গে ধাক্কা লেগেই আগুন জ্বলেছে কি না, তা-ও নিশ্চিতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাত্রিবাহী বিমানের যাত্রীরা বাঁচলেও উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমানের একাধিক যাত্রীর মৃত্যুর খবর মিলেছে।

জাপানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমানে ৬ জন ছিলেন। তার মধ্যে এক জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বাকি ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম হল টোকিয়োর হানেডা বিমানবন্দর। মঙ্গলবার সেখানে এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল তা তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনার পরেই হানেডা বিমানবন্দরের রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মনরেগায় মজুরি নিয়ে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা চাইল তৃণমূল

প্রতিবেদন : মনরেগা নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে চিঠি পাঠাল তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিবকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন, কত সংখ্যক শ্রমিকের জব কার্ড আধারের সঙ্গে সংযোগ করা হয়নি। এছাড়া ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি থেকে আধারের মাধ্যমে মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলি বৈঠক করেছে এবং সেই বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যও জানতে চেয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। কেন্দ্রের থেকে মনরেগা খাতে রাজ্যের বকেয়ার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন চিঠিতে।

সাকেত জানতে চান, ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি পর্যন্ত যেসব মনরেগা শ্রমিকের জব কার্ড আধারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়নি, কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে তাঁদের মজুরি মেটাবে? সাকেতের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিজেদের পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধন না করেই এই ধরণের কঠোর বিধি প্রয়োগ করছে। পাশাপাশি রাজ্যের বকেয়ার বিষয়টি তুলে ধরে সাকেত লিখেছেন, আপনাদের মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গের মনরেগার শ্রমিকদের ২,৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রেখে গত দেড় বছর ধরে শ্রমিকদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। আধারের মাধ্যমে মজুরি মেটানো বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে অপ্রত্যাশিত বলে মন্তব্য করে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে সোমবার রাতেই বিবৃতি জারি করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, যে সমস্ত রাজ্য বা জেলা অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকবে বা আধার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা তৈরি হবে তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।

গাজা থেকে সেনা সরানো শুরু হলেও বদলার হুমকি

প্রতিবেদন : হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ প্রায় তিন মাসের কাছাকাছি হতে চলল। জঙ্গি নিকেশের নাম করে গাজাকে প্রায় ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। অসংখ্য প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতির দাবি জোরালো হচ্ছে। ইজরায়েলি পণবন্দিদের পরিবারও যুদ্ধ থামাতে চাপ বাড়াচ্ছে নেতানিয়াহু প্রশাসনের উপর। এই পরিস্থিতিতে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে পাঁচ হাজার সেনা সরিয়ে নিতে শুরু করেছে ইজরায়েল। তবে এত সেনা সরিয়ে নিলেও নতুন বছরেও গাজায় যুদ্ধ চলবে বলে জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

আইডিএফের মুখপাত্র রিয়ার ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, আমরা গাজার প্রতিটি এলাকায় যুদ্ধের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় করছি। গাজার প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য আলাদা। প্রতিটি এলাকায় আলাদা কৌশলে অভিযান পরিচালনা করতে হয়। ২০২৪ সালেও লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালু থাকবে। এই যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘদিন লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে। আমরা সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। আইডিএফের মুখপাত্র আরও বলেন, গাজায় যুদ্ধরত ইজরায়েলি বাহিনীকে আরও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে রিজার্ভ সেনাদের প্রত্যাহার করা হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবারের কাছে ফিরে যাবেন এবং সামনের সপ্তাহে কাজে যোগ দেবেন। ওয়াকিবহালমহলের মতে,গাজা থেকে ফৌজের একাংশকে সরিয়ে লেবানন সীমান্তে পাঠানো হবে। লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হেজবোল্লার গতিবিধি নজরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

একদিনে ১৫৫ বার কম্পন! ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপ ইশিকাওয়া

প্রতিবেদন : বছরের গোড়াতেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জাপানের একাংশ। সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃদু এবং মাঝারি কম্পনে ১৫৫ বার কেঁপে উঠেছে সূর্যোদয়ের দেশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের সর্বোচ্চ মাত্রা ৭.৬। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদা। এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত অনেকে। অসংখ্য ঘরবাড়ি কার্যত ধূলিস্যাৎ।

সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। মূল ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল হনসু দ্বীপের ইশিকাওয়া। এরপরই বেশ কয়েকটি উপকূল এলাকায় সুনামি সতর্কতা জারি হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ৬। জাপানের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন একাধিক শহরে ফুঁসে ওঠে সমুদ্র, প্রায় চার ফুট উচ্চতা দেখা যায় ঢেউয়ের। ভূমিকম্পের পর এখনও পর্যন্ত জাপানের প্রায় ৩৩ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে উদ্ধারকারী দল। সে দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, অন্তত এক হাজার মানুষকে সেনা শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মৃত বা আহতদের উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়। মঙ্গলবার ভোরে জরুরি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী কিশিদা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে ওয়াজিমা। যদিও এতবার কম্পন নাকি আফটারশক হয়েছে তা নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। আগামী কয়েকদিন আফটারশকের জের চলবে বলে আশঙ্কায় জাপানবাসী।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলনেতাকে ছুরির কোপ

প্রতিবেদন : অটোগ্রাফ চাওয়ার নামে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী নেতাকে ছুরির কোপ। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলের সর্বোচ্চ নেতা লি জায়ে মায়েউংকে ছুরির কোপ মারেন এক প্রৌঢ়। ঘটনাস্থলেই আততায়ীকে ধরে ফেলে পুলিশ। তবে কী উদ্দেশ্যে তিনি এই হামলা চালান তা এখনও স্পষ্ট নয়। ৫৯ বছরের লি-কে দ্রুত সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পরও তাঁর অবস্থা গুরুতর।

মঙ্গলবার বুসান শহরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন লি। সেই সময় সমর্থকদের মধ্যে থেকে বছর ষাটের এক প্রৌঢ় অটোগ্রাফ চাওয়ার জন্য এগিয়ে যান। অটোগ্রাফ নেওয়ার অছিলায় সেই সময়েই লি-এর বাঁদিকের ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে দেন। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন লি। সেখান থেকে তাঁকে এয়ারলিফ্ট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারদের অনুমান, মস্তিষ্ক থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সংবহনকারী জুগুলার শিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে

লি-এর। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের ওপর অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনা নতুন নয়। লি-এর ডেমোক্রেটিক পার্টির পূর্ববর্তী নেতাকেও একইভাবে এক জনসভায় মাথায় আঘাত করা হয়েছিল ২০২২ সালে। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কনসার্ভেটিভ পার্টির পার্ক গিউং হাইকের মুখে ছুরির আঘাত করা হয়েছিল ২০০৬ সালে। তবে লি-এর ওপর আক্রমণের নেপথ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগের বিষয়গুলি থাকতে পারে বলে অনুমান সেদেশের রাজনৈতিক মহলের। ২০২২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লি মাত্র ০.৭৩ শতাংশ ভোটে পরাজিত হন। এত কম ব্যবধানে পরাজয় দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে প্রথম। আগামী নির্বাচনেও তাঁর দাঁড়ানোর কথা। তবে তার আগেই সিওংনাম শহরে বেআইনি জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত মামলায় অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। হামলার পর বিরোধী নেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন রাষ্ট্রপতি ইউন সুক ইওল। ঘটনার নিন্দা করে লি-এর যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা জানিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেহে ফসফরাসের ভারসাম্য ঠিক রাখতে রাইস মিল্ক, আমন্ড মিল্ক, খটেজ চিজ, ভেগান চিজ, পুডিং, ইয়োগার্ট, চা, কফি, চিকেন লিভার ইত্যাদি খান

ফসফোটেমিয়া

মানবদেহে ইলেক্ট্রোলাইটস

মা খুব করে শেখাতেন— এক গ্লাস জল নিয়ে/ এক চামচ চিনি দিয়ে/ কয়েক ফোঁটা লেবুর রসে/ এক চিমটি নুনের কষে স্যালাইনের আছে গুণ। সামান্য বমি, পায়খানা কিংবা জ্বর হলেই খাও স্যালাইন! তার উপর গ্রীষ্মকালে তো রয়েছেই আখের গুড়ের শরবত! আসলে মা সবসময় আমাদের মনে করিয়ে দিতেন, ওইসব পান করার ফলে আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইটস বা তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের ঘাটতি পূরণ হয়; ফলে শরীর থাকে সুস্থ।

মানবদেহের এই প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইটস হল সাধারণত রাসায়নিক খনিজ উপাদান বা তার সমষ্টি, যা জলে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে ও শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। আমরা দৈনিক যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করি সেখান থেকেই শরীর তার উপযোগী ইলেক্ট্রোলাইটস-এর জোগান পায়। ঠিক এইরকম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট হলো ফসফরাস; তবে ফসফরাস নামের এই মৌলিক রাসায়নিকটিকে মুক্ত অবস্থায় আমাদের দেহে পাওয়া যায় না; এটি ফসফেট মূলক রূপে বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব যৌগের অংশ হিসেবে উপস্থিত।

ফসফেট মূলক

ফসফেট হল একটি ফসফরাস ঘটিত আম্লিক খনিজ রাসায়নিক লবণ বিশেষ, যা দেহের অন্তঃস্থিত মেরুকৃত দ্রাবক, বিশেষ করে জলের মধ্যে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য ইলেক্ট্রোলাইটস-এর

> অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তড়িৎবিশ্লেষ্য ফসফেট মূলকের স্বাভাবিক উপস্থিতি কম বা বেশি হলেই একেবারে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে মানবদেহ; তার উপর এটা যদি আবার বংশগত হয় তাহলে তো বিপদের শেষ নেই!
> লিখছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

মতোই ফসফেট মূলকও আমাদের দেহের হোমিওস্ট্যাসিস বা জীবন্ত দেহের অভ্যন্তরীণ শারীরিক, রাসায়নিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করে। হৃদস্পন্দন, স্নায়বিক কার্যকলাপ, দৈহিক তরলের সাম্য, দেহ-মধ্যে সর্বত্র প্রাণবায়ু অক্সিজেনের ডেলিভারি এবং ক্ষার-অম্ল সাম্য— এ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে ইলেক্ট্রোলাইটস।

আমাদের শরীরে ফসফরাস

জীবনে বেঁচে থাকার জন্য আমরা যেসব প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ডালশস্য, বাদাম, ডিম, মাছ, পোল্ট্রির ও পশুর মাংস, দুগ্ধজাত, বেকারিজাত ও বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণ করে থাকি, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের শরীরে ফসফরাস প্রবেশ করে। এ ছাড়াও আমরা অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে নানাভাবে ফসফরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ফসফেট ও সোডিয়াম পলিফসফেট হিসেবেও এটি গ্রহণ করি।

প্রাথমিকভাবে ফসফরাস আমাদের দেহে ফসফেট মূলক রূপে হাড়, দাঁত, ডিএনএ ও আরএনএ-এর মূল উপাদান হিসেবে বহির্কোষীয় ম্যাট্রিক্সে কেলাসাকারে উপস্থিত থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যদেহে দৈনিক গৃহীত ফসফরাসের পরিমাণ প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম। গৃহীত ফসফরাসের প্রায় ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্রান্তের জেজুনাম দ্বারা শোষিত হয়। শরীরের মধ্যে আবার এই জমাকৃত ফসফরাসের প্রায় ৯০ শতাংশই কিডনি নির্বাহ করে এবং বাকিটা পরিপাকনালি নির্বাহ করে।

মনুষ্য শরীরে ফসফরাসের গুরুত্ব

আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইটস-এর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান। ফসফরাস ফসফোলিপিড হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আমাদের দেহের চর্বিহীন মাংস পিণ্ডের প্রায় ১-১.৪ শতাংশ ফসফরাস দিয়েই তৈরি; হাড় ও দাঁতের প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রক্ত ও কোমল কোষের প্রায় ১৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এই ফসফরাস। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও লিপিডের সঙ্গে মিশে হাড়ের হাইড্রক্সিঅ্যাপাটাইট কেলাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়।

ফসফেট মূলক আমাদের শরীরে কোষের ঝিল্লি ও তার গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি কোষের মধ্যে বিভিন্ন উৎসেচকধর্মী প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। যেমন, ফসফোরাইলেশন অব প্রোটিন, গ্লাইকোলাইসিস এবং অ্যামোনিয়াজেনেসিস প্রভৃতি আন্তঃকোষীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ফসফেট। এই মূলক মানবদেহের মুখ্য শক্তির উৎসদের মধ্যে অন্যতম এবং এটি কোষের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জিনের প্রতিস্থাপনে ও অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট নামে একটি হরমোন তৈরি করতে সাহায্য করে এবং কোষের বাইরের অঞ্চলে দেহতরলের স্বাভাবিক পিএইচ মাত্রা বজায় রাখে।

ফসফোটেমিয়া

মানবদেহে রক্তের মধ্যে ফসফরাস অর্থাৎ ফসফেট মূলকের স্বাভাবিক উপস্থিতিকেই ফসফোটেমিয়া বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেহের রক্ত বা সিরামে উপস্থিত ফসফেট মূলকের স্বাভাবিক ঘনত্ব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ক্ষেত্রে প্রতি ডেসিলিটারে প্রায় ২.৫-৪.৫ মিলিগ্রাম এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি ডেসিলিটারে প্রায় ৪-৭ মিলিগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশানুসারে। এখন কোনও কারণে এই স্বাভাবিক মাত্রার কম-বেশি হলেই দৈহিক, স্নায়বিক, রাসায়নিক, সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়; মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে থাকেন; জীবনে নেমে আসে অন্ধকার!

রক্তে ফসফেটের পরিমাণ তার স্বাভাবিক মাত্রার ঊর্ধ্বসীমার চেয়ে বেশি হলে হয় হাইপারফসফোটেমিয়া এবং ফসফেটের পরিমাণ তার স্বাভাবিক মাত্রার নিম্নসীমার চেয়ে কমে গেলে হয়ে থাকে হাইপোফসফোটেমিয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গৃহীত খাদ্যের মধ্যে যদি ফসফরাসের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে হাইপারফসফোটেমিয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী কিডনির সমস্যা, শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়া, অত্যধিক মদ্যপান, চূড়ান্ত পর্যায়ের মধুমেহ ও এমনকী সেপসিস বা কোনও দীর্ঘস্থায়ী জীবাণুদূষণ থেকেও হাইপারফসফোটেমিয়া হতে পারে। এর ফলে রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন; এ ছাড়াও দেহের চামড়া শুষ্ক, ফাটা ও আঁশযুক্ত হয়ে যায়, পেশির খিঁচুনি দেখা দিতে পারে ও মারাত্মক পর্যায়ে গেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন যাবৎ মদ্যপান, অপুষ্টি, ডায়াবেটিস মেলিটাস, দীর্ঘস্থায়ী বমি, ঘনঘন খাদ্যগ্রহণ ও বহুদিন ধরে ভেন্টিলেশনে থাকলে ফসফেটের পরিমাণ কমে গিয়ে হাইপোফসফোটেমিয়া হয়ে থাকে। এর ফলে আমাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, শ্বাসের গন্ধ ফলের মতো হয়,
ক্ষুধামান্দ্য, মনোযোগের অভাব দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট হয়, মাংসপেশিগুলো ভেঙে যায় এবং যন্ত্রণা হয়, প্রস্রাবের রঙ হয় চায়ের মতো এবং কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করে; রোগী অনেকসময় কোমায় চলে যায়।

ফ্যামিলিয়াল হাইপোফসফোটেমিয়া

উপরি উক্ত দু-ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস অনেকাংশে দায়ী হলেও শরীরের মধ্যে লিঙ্গ-নির্ণায়ক গুণসূত্র বা এক্স-ক্রোমোজোমের সমস্যাযুক্ত কারণে যে 'ফ্যামিলিয়াল হাইপোফসফোটেমিয়া' হয়ে থাকে, তা দুরারোগ্য এবং বংশানুক্রমিক। খুবই বিরল এই রোগটি সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়, এর ফলে কিডনির ফসফরাস নির্বাহ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। আক্রান্ত শিশুটির দেহের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়, রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পঙ্গু হয়ে যায়।

জিনগত হোক বা অন্য কারণে, দেহে ফসফেটের মাত্রা কমবেশি হলেই ভিটামিন ডি ও প্যারাথাইরয়েড হরমোনগুলোর বিপাক ঠিকঠাক হয় না, ফলে হাড় দুর্বল হয়ে যায় যা একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। এই রোগের লক্ষণ প্রকট নয় বলে এর শনাক্তকরণে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই সামান্য কিছু শারীরিক অসুবিধা হলেই একটি সহজ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে।

মাঠে ময়দানে
3 January, 2024 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চুমুকাণ্ডে রুবিয়ালেসের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য হারমোসোর

মিলুটিনোভিচে মুগ্ধ সন্দেশরা

দোহা, ২ জানুয়ারি : এশিয়ান কাপের আগে বিশ্ব ফুটবলের 'মিরাকল ওয়ার্কার' প্রাক্তন সার্বিয়ান কোচ বোরা মিলুটিনোভিচের ক্লাসে ভারতীয় দলের ফুটবলাররা। নতুন বছরের প্রথম দিন দোহায় ভারতীয় দলের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন কিংবদন্তি কোচ। মিলুটিনোভিচ হয়তো তাঁর অতীত গৌরব পিছনে ফেলে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মতো টানা পাঁচটি বিশ্বকাপে পাঁচটি ভিন্ন দলকে কোচিং করানোর নজির বিশ্ব ফুটবলে কারও নেই। এমন এক ফুটবল ব্যক্তিত্বের ক্লাসে থেকে মেগা টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের সমৃদ্ধ করলেন সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। একইসঙ্গে উদ্বুদ্ধও হলেন তাঁরা।

তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ায় জন্ম মিলুটিনোভিচ মেক্সিকো (১৯৮৬), কোস্টারিকা (১৯৯০), আমেরিকা (১৯৯৪), নাইজেরিয়া (১৯৯৮) এবং চিনকে (২০০২) বিশ্বকাপে কোচিং করিয়েছেন। ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচের উদ্যোগেই ৭৯ বছর বয়সী কোচ দোহায় গুরপ্রীতদের ট্রেনিংয়ে হাজির হয়েছিলেন। মিলুটিনোভিচের পরিচিতি রয়েছে ভারতের ফিটনেস কোচ লুকা রডম্যান এবং গোলকিপিং কোচ ফ্রানো সরদারেভের সঙ্গেও। ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি কোচিং স্টাফেদের সঙ্গেও বেশ কিছু সময় কাটিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন বিশ্বখ্যাত কোচ।

মিলুটিনোভিচের ক্লাসে থাকার অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ভারতীয় দলের গোলকিপার গুরপ্রীত বলেছেন, ''ওঁর মতো এত বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে এবং ওঁর কথা শুনে আমরা সম্মানিত। প্রথম যে কথাটা তিনি আমাদের বললেন সেটা হল ফুটবলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উনি আমাদের কাছে জানতে চান, ফুটবলে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কী? কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন, 'পরের পদক্ষেপটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি আমাদের বললেন, 'তোমরা যদি গোল করো, তাহলে তোমাদের পরের কাজটা হল সেটা ধরে রাখা। আবার যদি তোমরা গোল হজম করো, তাহলে তোমাদের পরের কাজ আক্রমণে যাওয়া। ওঁর এই কথাগুলো আমাদের কাছে শিক্ষণীয় ছিল।''

ভারতীয় দলের সিনিয়র ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান বলছিলেন, ''এত বড় একজন মানুষ হয়েও কত সরল ও মানবিক স্যার মিলুটিনোভিচ। ওঁর কিছু কথা আমার উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে। আমাদের বলছিলেন স্বপ্ন দেখা এবং তাকে তাড়া করার প্রয়োজনীয়তার কথা। দারুণ অনুপ্রেরণামূলক সেশন ছিল।'' এদিকে, দোহার শিবিরে দু'দিন অনুশীলন করেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর চোট নিয়ে যথারীতি ধোঁয়াশা।

মিলুটিনোভিচের ক্লাসে ভারতীয় দলের ফুটবলাররা। দোহায় মঙ্গলবার।

চাপে নেইমার

■ **রিও ডি জেনেইরো :** নতুন বছর শুরু হতেই ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে শীতকালীন দলবদলের বাজারে। নেইমার ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ, ফুটবলারদের দর কমার তালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন ব্রাজিলীয় তারকা! এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ব্রাজিলীয় উইঙ্গার অ্যান্টনির নাম। এরপর একে একে রয়েছেন সাদিও মানে, জ্যাডন স্যাঞ্চো, ম্যাসন মাউন্ট, জোয়াও কানসেলোদের মতো তারকারা। ২০২৩ সালে ১০ কোটি ইউরোতে পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু চোটে কারণে সৌদি ক্লাবের জার্সিতে তিনি খেলেছেন মাত্র পাঁচটি ম্যাচ। যা পরিস্থিতি, তাতে এই বছরের কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টে তাঁর খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। কবে মাঠে ফিরবেন কেউ জানে না। ফলে ট্রান্সফার মার্কেটে নেইমারের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ইউরো।

ছাঁটাই রুনি

■ **বার্মিংহ্যাম :** একসময় ফুটবলার হিসেবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছলেও কোচ হিসেবে সেই জায়গা অধরাই থেকে গিয়েছে ওয়েন রুনির কাছে। যার খেসারত দিতে হল ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কিংবদন্তি স্ট্রাইকারকে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের লিগ খেলা বার্মিংহ্যাম সিটির কোচের পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তবে সফল না হওয়ায় চাকরি গেল তাঁর। বার্মিংহ্যাম সিটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৫টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছেন। হারতে হয়েছে নয়টি ম্যাচে। সেই জন্যই কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রুনিকে। ক্লাবের তরফ থেকে বলা হয়েছে, "আমরা যে ফলের প্রত্যাশা করেছিলাম, সেটা হয়নি। তাই দলে একটা বদল প্রয়োজন বলে মনে করেছে বোর্ড। দলের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল

■ প্রতিবেদন: সিএবি প্রথম ডিভিশন লিগের মিনি ডার্বিতে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মাঠে মহামেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ইস্টবেঙ্গল সব উইকেট হারিয়ে করে ৩৪৯ রান। শশাঙ্ক সিং সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেন। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১২২ রান করেছে মহামেডান। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অয়ন ভট্টাচার্য সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়ে সফল বোলার। এদিকে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে আইএফএ-র গড়া তদন্ত কমিটি তাদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। কমিটির তদন্ত রিপোর্ট আইএফএ-তে জমা পড়বে ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার।

জাতীয় মিটে বাধা
কুস্তি বিতর্ক চলছেই

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছ থেকে জাতীয় কুস্তি সংস্থার দায়িত্ব পেয়েই মাঠে নেমে পড়েছে অ্যাড-হক কমিটি। ফ্রেব্রুয়ারির শুরুতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান ভূপেন্দর সিং বাজওয়া। কিন্তু এই কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিতর্কিত ব্রিজভূষণের 'কাছের লোক' সঞ্জয় সিং। জাতীয় শিবির বা চ্যাম্পিয়নশিপ চালু করার কোনও অধিকার অ্যাড-হক কমিটির নেই বলে জানালেন তিনি।

ভারতীয় কুস্তি নিয়ে ডামাডোলের শেষ নেই। ফেডারেশনের নির্বাচিত সভাপতি সঞ্জয় সিংকে মেনে না নিয়ে সাক্ষী মালিক থেকে বিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়া থেকে বীরেন্দ্র সিং (মুক ও বধির) দেশের একাধিক তারকা কুস্তিগিররা ভারত সরকারের দেওয়া সাম্মানিক পদক ফিরিয়ে দিয়েছেন। সাত মাসও বাকি নেই, দোড়গোড়ায় প্যারিস অলিম্পিক। যেটা মনে করিয়ে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কুস্তির জাতীয় শিবির আয়োজন করার ব্যাপারে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছিলেন বজরং। এখন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাধা দিয়ে সঞ্জয় বলেন, "আমরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছি। আমরা অ্যাড-হক প্যানেল বা ক্রীড়ামন্ত্রকের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিচ্ছি না। আমরাই ফেডারেশন চালাচ্ছি। চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের কোনও অধিকারই ওদের নেই।" সঞ্জয় যোগ করেছেন, "জয়পুরে কুস্তিগিরদের লড়াইয়ের অনুমতিই দেবে না রাজ্য সংস্থাগুলি। তাহলে লড়বে কারা?"

পেনাল্টি মিসের পর জোড়া গোল সালাহর
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে লিভারপুল

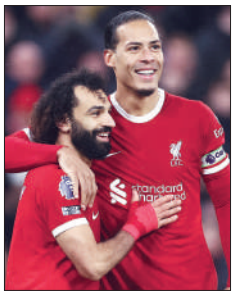

ভ্যান ডাইকের সঙ্গে সালাহ।

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : ২২ মিনিটে পেনাল্টি মিস! যদিও ৪৯ মিনিটে গোল করে সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন মহম্মদ সালাহ। এখানেই শেষ নয়, ৮৬ মিনিটে ফের পেনাল্টি থেকে গোল করলেন। নিটফল, ৪-২ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠে এল লিভারপুল।

ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে নিউক্যাসলকে কোণঠাসা করে ফেলেন ২২ মিনিটেই পেনাল্টি আদায় করে নেয় লিভারপুল। কিন্তু সাহালর দুর্বল শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার। এরপর লিভারপুলের ডারউইন নুনেজ ও নিউক্যাসলের ড্যান বার্নের গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। বিরতির সময় খেলার ফল ছিল গোলশূন্য।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মিনিট পাঁচের গড়াতে না গড়াতেই নুনেজের পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন সালাহ। যদিও ৫৪ মিনিটে আলেকজান্ডার আইজ্যাকের গোলে ১-১ করে দিয়েছিল নিউক্যাসল। তবে ৭৪ ও ৭৮ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে পরপর দু'টি গোল করেন যথাক্রমে কার্টিস জোন্স ও কোডি গাকপো। ৮১ মিনিটে সভেন বোটম্যানের গোলে নিউক্যালস ব্যবধান কমালেও, ৮৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের চতুর্থ তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন সালাহ। এই জয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বরে উঠে এল লিভারপুল। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অ্যাস্টন ভিলা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ১৯ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

আজ সুপারের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : ছুটি কাটিয়ে বুধবার থেকে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে মোহনবাগান। বিকেলে ক্লাব মাঠেই অনুশীলন রাখা হয়েছে। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা কাটিয়ে ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ সুপার কাপে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই সবুজ-মেরুনের। কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হারের পর মোহনবাগানের দেশি, বিদেশি ফুটবলারদের কেউ বাড়ি ফেরেন, আবার কয়েকজন বিভিন্ন জায়গায় ছুটি কাটাতে যান। মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই সকলের শহরে ফেরার কথা। বড় চোটের কবলে থাকা দেশের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি মিনার্ভা পাঞ্জাবের অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করে কলকাতায় ফিরেছেন। মোহনবাগান অনুশীলনে থাকার কথা আনোয়ারের। তবে সুপার কাপে পাঞ্জাবের ডিফেন্ডারের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় তিনি আরও কয়েকটা দিন রিহ্যাব করে ধীরে ধীরে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করবেন। তবে আনোয়ারের ম্যাচ খেলার জায়গায় আসতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। ফেব্রুয়ারিতে আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বে হয়তো ম্যাচ ফিট হতে পারবেন তিনি। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করবে শনিবার থেকে। জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় নতুন ফুটবলার নেওয়ার জন্য লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। কিন্তু লগ্নিকারীর তরফে আলোচনার দিনক্ষণ ক্লাবকে জানানো হয়নি।

ভাইজাগে বাংলা

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফিতে অভিযান শুরু করতে মঙ্গলবার বিকেলে বিশাখাপত্তনম পৌঁছে গেল বাংলা। শুক্রবার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ মনোজ তিওয়ারিদের। ১৮ জন স্কোয়াডের সবাই দলের সঙ্গে গিয়েছেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার দল অনুশীলন করবে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার ও শাহবাজ আহমেদের মতো তিন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে প্রথম দুই ম্যাচে পাওয়া না গেলেও তরুণদের নিয়ে আশাবাদী কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

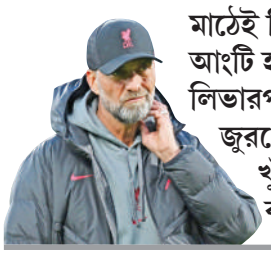

মাঠেই বিয়ের আংটি হারালেন লিভারপুল কোচ জুরগেন ক্লপ, খুঁজে দিলেন ক্যামেরাম্যান

বিদায়ী টেস্টের আগে হিউজ-স্মরণ অস্ট্রেলীয় ওপেনারের

ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন চুরি

বিদায়ী টেস্টের আগে খোশমেজাজে ওয়ার্নার।

সিডনি, ২ জানুয়ারি : আজ বুধবার ঘরের মাঠে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে জীবনের শেষ টেস্ট খেলতে নামছেন ডেভিড ওয়ার্নার। তার আগে নিজের ব্যাগি গ্রিন হারিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ওপেনার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট খেলে মেলবোর্ন থেকে সিডনি আসার সময় ট্রান্সজিটে খোয়া যায় ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন টুপি। তা ফেরত পাওয়ার জন্য ইন্সটাগ্রামের মাধ্যমে আকুল আবেদন করেছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা তারকা।

বিদায়ী টেস্টের আগে ব্যাগি গ্রিন ওয়ার্নারের জন্য বিশেষ কিছুই। টেস্ট অভিষেকের দিন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের হাতে এটি তুলে দেওয়া হয়। কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে নামার আগে সেই টুপি খোয়া যাওয়া তাই বড় ধাক্কা ওয়ার্নারের কাছে। ইন্সটাগ্রামে অস্ট্রেলীয় ওপেনার সাধারণ মানুষের কাছে একটি আবেদন রেখে বলেছেন, ''এটা আমার শেষ অবলম্বন। কিন্তু আমার যে ব্যাগপ্যাকে টুপিটা ছিল, লাগেজ থেকে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আমার আবেগ জড়িয়ে। এটা এমন কিছু যা আমি ফিরে পেতে চাই।'' ওয়ার্নার আরও বলেন, ''কেউ যদি পেয়ে থাকেন, আমাকে ফেরত দিন। ব্যাগপ্যাক লাগবে না। ওটা রেখে দিলে কোনও সমস্যা হবে না। শুধু ব্যাগি গ্রিন ফেরত দিন।''

এসসিজি-তে ওয়ার্নারের বিদায়ী টেস্টে প্রথম একাদশে কোনও বদল করছে না অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ জেতার জন্য একই ফর্মুলাতেই পাকিস্তানকে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ চায় প্যাট কামিন্সের দল। কিন্তু নতুন বছরে প্রথম টেস্ট খেলতে নামার আগে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে বিদায়ী টেস্ট খেলতে চলা ওয়ার্নার। ঘরের মাঠে জীবনের শেষ টেস্টে বল হাতেও দেখা যেতে পারে অস্ট্রেলীয় ওপেনারকে। অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, ''হয়তো একটু লেগ স্পিন ডেভি (ওয়ার্নার) করল। জীবনের শেষ টেস্টে যদি উইকেট পায়, সেটা যদি ম্যাচের শেষ উইকেট হয় তাহলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'' পাকিস্তান কি পারবে হোয়াইটওয়াশ আটকাতে? দলে দু'টি বদল হয়েছে। প্রধান পেসার শাহিন আফ্রিদিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় খেলবেন স্পিনার সাজিদ খান। বাদ পড়েছেন ওপেনার ইমাম উল হক। অভিষেক হবে আর এক ওপেনার সায়েম আইয়ুবের। এদিকে শততম টেস্টে নামার আগে ফিল হিউজকে স্মরণ করেন ওয়ার্নার।

আফগান সিরিজে হয়তো রোহিতই নেতা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : আফগানিস্তান সিরিজ দিয়েই টি-২০ ফরম্যাটে ফিরছেন রোহিত শর্মা! শুধু তাই নয়, তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। বিসিসিআই সূত্রের খবর তেমনই।

দেশের মাটিতে আফগানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। প্রথম ম্যাচ ১১ জানুয়ারি, মোহালিতে। পরের দু'টি ম্যাচ যথাক্রমে ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি। এদিকে, জুনে শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। আর সেই বিশ্বকাপে খেলবেন বলে ইতিমধ্যেই বোর্ড কর্তাদের জানিয়েছেন রোহিত। তাই আফগান সিরিজ থেকেই শুরু হয়ে যাবে রোহিতের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি। অন্যদিকে, গত কয়েকটি টি-২০ সিরিজে যিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই হার্দিক পান্ডিয়ার চোট। আফগানদের বিরুদ্ধে হার্দিকের খেলার কোনও সম্ভবনা নেই। সহ-অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও একই কারণে ওই সিরিজে পাওয়া যাবে না।

ঘরের মাঠে একদিনের বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার পর, টি-২০ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করছে বিসিসিআই। আর তার প্রস্তুতি আফগানিস্তান সিরিজ থেকেই শুরু করে দিতে চাইছেন জাতীয় নির্বাচকরা। তাই রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলিকেও রশিদ খানদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য অনুরোধ করা হবে বলে বোর্ড সূত্রের খবর। রোহিত ও বিরাট দু'জনেই দীর্ঘদিন দেশের হয়ে কোনও টি-২০ ম্যাচ খেলেননি। যদিও দুই তারকাকে রেখেই বিশ্বকাপ জয়ের নকশা তৈরি করা হচ্ছে। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাচ্ছেন। কেপটাউন টেস্ট চলাকালীন তিনি রোহিত ও বিরাটের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

এবার ভাষ্যকারের ভূমিকায় সানিয়া

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া ওপেনে ফের প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন সানিয়া মির্জা। তবে টেনিসের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে নয়, ভারতীয় প্রাক্তন টেনিস তারকাকে দেখা যাবে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায়। গতবছর অস্ট্রেলিয়া ওপেনে হারার পরই দীর্ঘ দুই দশকের কেরিয়ারে ইতি টেনেছিলেন সানিয়া। এবার সেই টুর্নামেন্টেই ধারাভাষ্য দিতে দেখা যাবে তাঁকে। উচ্ছ্বসিত সানিয়া বলেছেন, "টেনিসের মধ্যে থেকে যেতে এই ধারাভাষ্যই আমাকে সাহায্য করবে। কারণ টেনিসই আমার জীবন।" যদিও টেলিভিশন দুনিয়ায় হায়দ্রাবাদী তনয়ার এটাই প্রথম আবির্ভাব নয়। গতবছর উইম্বলডনেও ধারাভাষ্য দিতে দেখা গিয়েছিল ছয় গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। সানিয়ার বাবা ইমরান মির্জা বলেন, "সানিয়া ধারাভাষ্য দেওয়া উপভোগ করে। এখনও অনেকে খেলছে যাদের সঙ্গে সানিয়া খেলেছে। তাই তাদের খেলার টেকনিক সম্বন্ধে সানিয়া যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাদের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সম্পর্কও খুব ভাল। আর এইগুলিই ধারাভাষ্যে কাজে লাগিয়ে টেনিস অনুরাগীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সানিয়া।"

স্ট্রেট সেটে জিতে চেনা ফর্মে ফিরলেন নাদাল

ব্রিসবেন, ২ জানুয়ারি : প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ হেরে গিয়েছিলেন। তবে সেটা ছিল ডাবলস ম্যাচ। সিঙ্গলসে ফিরেই চেনা ফর্মে রাফায়েল নাদাল। মঙ্গলবার প্রাক্তন ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন ডমিনিক থিয়েমকে ৭-৫, ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল টেনিসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি । চোট সারিয়ে কোর্টে ফেরার পর এটাই নাদালের প্রথম জয়।

প্রায় এক বছর পর কোনও সিঙ্গলস ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন নাদাল। প্রথম সেটে তাঁর খেলায় কিছুটা জড়তা ছিল। তবে দ্বিতীয় সেটে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দাঁড়াতেই দেননি। একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন নাদাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে এই ফর্ম বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে তাঁকে।

ম্যাচের পর নাদালের প্রতিক্রিয়া, ''কোনও সন্দেহ নেই, ২০২৩ সালটা সম্ভবত আমার কেরিয়ারের কঠিনতম বছরগুলোর একটা ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সর্বোচ্চ পর্যায়ের টেনিস খেলছি। ডমিনিকের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছি, এটা ভেবেই গর্ব অনুভব করছি। এর পিছনে আমার কোচিং টিম এবং পরিবারেরও বিরাট অবদান রয়েছে। আশা করি, ওদেরও খুশি করতে পেরেছি।'' ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ তারকা আরও যোগ করেছেন, ''আগামী কয়েক মাসে নিজেকে কোন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পারছি, সেটার দিকে নজর থাকবে। দেখা যাক, যে লক্ষ্য

জেতার পর নাদাল।

সামনে রেখে টেনিসে ফিরেছি, সেটা পূরণ করতে পারি কিনা।'' নাদালের সংযোজন, ''পায়ের চোট আমার গোটা কেরিয়ারের সঙ্গী। তবে এই মুহূর্তে সেই সমস্যাটা নেই। তবে অবসর নিয়ে প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। আগেই বলেছি, ফিটনেস কেমন থাকে, সেটার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। তাই অবসর নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবছি না। দেখা যাক কী হয়।''

বিরাটের ব্যাটিংয়ে মজে বেডিংহ্যাম

কেপটাউন, ২ জানুয়ারি : সেঞ্চুরিয়নে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ডিন এলগার, মার্কো জানসেনের পাশাপাশি হাফ সেঞ্চুরি করে বিরাট, রোহিতদের চাপ বাড়িয়েছিলেন ডেভিড বেডিংহ্যাম। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডার ব্যাটার বিরাট কোহলির টেকনিক নকল করার কথা ফাঁস করলেন। জানালেন, কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি জাক কালিস এবং হার্সেল গিবসকে অনুকরণ করতেন। কিন্তু কয়েকটি ম্যাচ খারাপ খেলার পর তিনি বিরাটের টেকনিক অনুকরণ করা শুরু করেন।

দ্বিতীয় টেস্টের আগে বেডিংহ্যাম বলেছেন, "ভারতীয়দের মধ্যে আমার পছন্দের দুই ব্যাটার বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। যখনই নিজের খেলাটা খেলতে ব্যর্থ হয়েছি তখনই আমার টেকনিক বদলে কোহলিকে কখনও বা রোহিতকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।'' অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির দল। যা নিয়ে সমলোচনায় সরব হয়েছেন স্টিভ ওয় থেকে মাইকেল ক্লার্ক। তবে কিউয়িদের বিপক্ষে টেস্ট স্কোয়াডে কিগান পিটারসেনের সঙ্গে রয়েছেন বেডিংহ্যাম। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি টেস্ট দেখতে ভালবাসি। আমার মতে টেস্ট ক্রিকেট হল একটি বোনাস। আমার পছন্দের তালিকায় সবসময় ঘরোয়া ক্রিকেট ও টেস্ট ক্রিকেট থাকে। আর নিউল্যান্ডস আমার ঘরের মাঠ যেখানে সেঞ্চুরি করা আমার কাছে একটি বড় স্বপ্ন।"

মাঠে ময়দানে
3 January, 2024 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমি জেতার জন্যই মাঠে নামি, কেপটাউন টেস্টের আগে হুঙ্কার ডিন এলগারের

সিরিজ রক্ষার পরীক্ষায় ভারত

কেপটাউনে আজ শুরু টেস্ট, খেলতে পারেন মুকেশ

বিরাটের দিকে তাকিয়ে দল।

কেপটাউন, ২ জানুয়ারি : সেঞ্চুরিয়নে লজ্জার আত্মসমর্পণ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে ০-১ পিছিয়ে পড়েছে ভারত। বুধবার থেকে কেপটাউনে শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট। সিরিজ ড্র করে সম্মান বাঁচানোর একটা সুযোগ রয়েছে রোহিত শর্মাদের সামনে।

প্রথম টেস্টে কেএল রাহুল ও বিরাট কোহলি ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারেননি। নিউল্যান্ডসের বাইশ গজে সিরিজ রক্ষার লড়াইয়ে অগ্নিপরীক্ষা ভারতীয় ব্যাটারদের। এখানেও দলের বড় ভরসা সেই বিরাটই। তার উপর কেপটাউনে কোনও টেস্ট জিততে পারেনি ভারত। এখনও পর্যন্ত এখানে ছ'টি টেস্ট খেলে চারটিতেই হেরেছে তারা। দু'টি টেস্ট ড্র হয়েছে। পরিসংখ্যান বদলানোর পরীক্ষাও বিরাটদের কাছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি পেসার নান্দ্রে বার্গার, মার্কো জানসেনকে সামলানোর জন্য নেটে বিশেষ মহড়াও সেরেছেন বিরাট, শুভমন গিলরা। সেঞ্চুরিয়নে বিধ্বংসী কাগিসো রাবাডার পাশে অভিষেক টেস্টে সাত উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সেরা বোলার ছিলেন বার্গার। স্থানীয় এক বাঁ-হাতি পেসারকে নেটে খেলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে নেটে বিরাট এতটাই ফোকাসড ছিলেন যে, প্রস্তুতিতে কোনও ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, নেটের সোজাসুজি থাকা টিভি ক্যামেরাম্যানদের সরে যেতে অনুরোধ করেন। দলের থ্রো ডাউন বিশেষজ্ঞও নেটে বাঁ-হাতে বল ছুঁড়ে প্রস্তুতিতে সাহায্য করেন বিরাটকে। ভারতীয় ব্যাটাররা প্রত্যেকে ২০ মিনিট করে নেটে ব্যাট করেন। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজদের বলা হয়, বিশেষ একটি লেংথে বল করতে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনও উইকেটের একটি বিশেষ জায়গায় বল রেখে যান।

ইতিহাস বলছে, কেপটাউনে স্পিনাররাও সুবিধা পায়। তবে নিউল্যান্ডসের উইকেট অনেকটা সেঞ্চুরিয়নের মতোই রাখা হচ্ছে। পিচে কিছুটা ঘাস থাকছে। কিন্তু খেলা যত গড়াবে, চরিত্রগতভাবে

কোচ দ্রাবিড়ের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন রোহিত।

পেসারদের পাশাপাশি এখানে স্পিনাররাও ফায়দা তুলতে পারে। ভারতীয় দলের টিম কম্বিনেশন নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। একটা ব্যাপার কার্যত নিশ্চিত, স্পিনিং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা সম্পূর্ণ ফিট থাকলে অশ্বিনের জায়গায় খেলবেন। প্রথম টেস্টে খুব বেশি বোলিংয়ের সুযোগ পাননি তিনি। আর সেঞ্চুরিয়নে অভিষেক টেস্টে চূড়ান্ত ব্যর্থ ডান হাতি পেসার প্রসিধ কৃষ্ণের পরিবর্তে খেলতে পারেন বাংলার মুকেশ কুমার ও মধ্যপ্রদেশের আবেশ খানের মধ্যে একজন। পাল্লা ভারী অবশ্য মুকেশের দিকেই। তবে ক্রিসমাসের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে নিজের দাবি জোরাল করেছেন আবেশও। সুনীল গাভাসকরের মতো কিংবদন্তি বলেছেন, "প্রথম একাদশে খুব বেশি পরিবর্তন করার দরকার নেই। জাদেজা ফিট থাকলে অশ্বিনের জায়গায় তারই খেলা উচিত। পেস বিভাগে আমরা হয়তো মুকেশ কুমারকেই খেলতে দেখব প্রসিধের জায়গায়। প্রথম টেস্টে বুমরা অপর প্রান্ত থেকে কোনও সাহায্য পায়নি। সিরাজ, মুকেশদের দায়িত্ব নিতে হবে।" এদিকে ডিন এলগারের বিদায়ী ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরতে মরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিরাটের নেতৃত্বে দল অনেক ভাল খেলেছে

বোমা ফাটালেন শ্রীকান্ত

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : ভারতীয় টেস্ট দলকে ওভার রেটেড বলে দিলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত! একই সঙ্গে প্রাক্তন ভারত ওপেনারের দাবি, বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারত টেস্টে অনেক ভাল খেলেছে। ঠোঁটকাটা বলে পরিচিত শ্রীকান্ত বলেছেন, "টেস্ট ক্রিকেটে আমরা ওভার রেটেড। বিরাটের নেতৃত্বে বরং দল ২-৩ বছর টেস্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। আমরা ইংল্যান্ডে গিয়ে দাপট দেখিয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াই করেছি। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে সিরিজ জিতেছি। সেই বছরগুলো টেস্টে ভারত সত্যিই ভাল খেলেছে।" তিনি আরও যোগ করেছেন, "আইসিসি র‍্যাঙ্কিং দেখে আনন্দ করলে চলবে না। আমরা সব সময়ই র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দুইয়ে ছিলাম। কিন্তু এই দলে বেশ কিছু ওভার রেটেড ক্রিকেটার রয়েছে। যারা প্রত্যাশিত মানে পারফর্ম করতে পারছে না। আবার এমন ক্রিকেটারও রয়েছে, যারা সেভাবে সুযোগই পাচ্ছে না। যেমন কুলদীপ যাদব।" সদ্যসমাপ্ত বছরে তিন ফরম্যাটেই প্রচুর রান করা শুভমন গিল সম্পর্ক শ্রীকান্তের বক্তব্য, "শুধু উপমহাদেশের পিচে রান করলে হবে না। শুভমনকে বিদেশেও রান পেতে হবে। কেন আমরা বিরাট কোহলিকে 'কিং' বলি। বিরাটের রেকর্ড দেখুন, বিশ্বের সব জায়গায় রান করেছে। মানছি, বিরাটের মতো প্রতিভা লাখে একটা মেলে। কিন্তু শুভমনকে নিয়ে যা নাচানাচি হচ্ছে, তাতে আমার আপত্তি রয়েছে। সবার উচিত আরও ধৈর্য ধরা।" শ্রীকান্ত আরও বলেন, "টি-২০ ফরম্যাটে ভারত অত্যন্ত সাধারণ মানের দল। তবে হ্যাঁ, একদিনের ক্রিকেটে ভারত দারুণ শক্তিশালী। এবারের বিশ্বকাপে তো দলটা অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে। তবে হ্যাঁ, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল এক বলের খেলা। নকআউট ম্যাচে সব সময়ই ভাগ্য একটা বড় ফ্যাক্টর।" একই সঙ্গে শ্রীকান্তের বক্তব্য, "কে এল রাহুল দারুণ প্রতিভাবান। কিন্তু নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে এখনও পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিরাটের মতো না হলেও, তার ৬০ বা ৭০ শতাংশ পারফর্ম করার ক্ষমতা রাহুলের রয়েছে। আরও একজন ক্লাস প্লেয়ার হল ঋষভ পন্থ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ও এখন দলের বাইরে। ঋষভ যদি খেলত তাহলে ভারতীয় টেস্ট দলকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী দেখাত।"

তরুণদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে, বার্তা রোহিতের

সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত।

কেপটাউন, ২ জানুয়ারি : সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ব্যর্থ দুই তরুণ ক্রিকেটার শুভমন গিল ও প্রসিধ কৃষ্ণর পাশেই দাঁড়াচ্ছেন রোহিত শর্মা। পাশাপাশি তাঁর বার্তা, তরুণদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে।

ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, "শুভমন তিন নম্বরে ব্যাট করতে পছন্দ করে। রঞ্জি ট্রফিতে ও এই পজিশনেই ব্যাটিং করে। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে ওপেন করেছে, কিন্তু তিন নম্বর স্লটই ওর প্রথম পছন্দ। আমি আবার তিন নম্বরে ব্যাট করা একেবারেই পছন্দ করি না।"

রোহিত আরও যোগ করেন, "দুটো ব্যাটিং পজিশনের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। তিন নম্বর ব্যাটারের ক্রিজে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন মাত্র একটি বলের। ওপেনার যদি প্রথম বলেই আউট হয় বা চোট পায়, তখন তিন নম্বর ব্যাটারকেই নতুন বলের সামনে দাঁড়াতে হয়।" সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়েছিল ভারতীয় টপ অর্ডার। রোহিত বলছেন, "আমাদের টপ অর্ডারের তিনজন ব্যাটার যশস্বী, শুভমন ও শ্রেয়স এখানকার পিচে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। তবে ওরা অনেকদিন ধরেই দলের সঙ্গে রয়েছে। এবার সময় এসেছে তরুণদের এগিয়ে এসে আরও দায়িত্ব নেওয়ার।" সেঞ্চুরিয়নে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন পেসার প্রসিধ। জোর জল্পনা, কেপটাউনে তিনি বাদ পড়ছেন। রোহিত বলছেন, "প্রসিধের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এই পর্যায়ের ক্রিকেটে সফল হওয়ার যাবতীয় মশলা ওর মধ্যে রয়েছে।" কেপটাউনের পিচ সাধারণত ব্যাটারদের বাড়তি সাহায্য করে থাকে। যদিও রোহিত বলছেন, "অনেকটা সেঞ্চুরিয়নের মতোই পিচ। তবে তুলনায় ঘাস সামান্য কম।"

এদিকে, নিউজিল্যান্ড সফরে দ্বিতীয়সারির টেস্ট দল পাঠাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা আগেই আইসিসিকে একহাত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ ও। রোহিতের বক্তব্য, "টেস্ট ক্রিকেটকে রক্ষা করতেই হবে। তবে একটি বা দু'টি দেশের নয়, এই দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। লাল বলের ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় কিনা, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিটি টেস্ট খেলিয়ে দেশের।"

নিয়মরক্ষার ম্যাচেও হরমনপ্রীতদের হার

সেঞ্চুরির পর লিচফিল্ড।

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে মুখ থুবড়ে পড়লেন হরমনপ্রীত কৌররা। শেষ ম্যাচ ১৯০ রানে জিতে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ (৩-০) করে সিরিজ পকেটে পুরলেন অ্যালিসা হিলিরা। মঙ্গলবার ওপেনার ফোবে লিচফিল্ডের সেঞ্চুরি ও অধিনায়ক হিলির হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ৩২.৪ ওভারে মাত্র ১৪৮ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস।

অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার লিচফিল্ড ও হিলি। প্রথম উইকেটে ১৮৯ রান যোগ করেন দু'জনে। অবশেষে এই জুটি ভাঙেন পূজা বস্ত্রকার। ৮৫ বলে ৮২ রান করে পূজার বলে বোল্ড হন হিলি। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা এলিসা পেরি খুব বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। তিনি ১৬ রান করে আমনজোৎ কৌরের শিকার। এরপর টানা দু'বলে বেথ মুনি (৩) ও টালিয়া ম্যাকগ্রাকে (০) আউট করে কিছুটা চাপ কমিয়েছিলেন শ্রেয়াংকা পাতিল। তবে সেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেন লিচফিল্ড। তিনি শেষ পর্যন্ত ১২৫ বলে ১১৯ রান করে আউট হন। রান তাড়া করতে নেমে ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারাতে থাকে ভারত। যস্তিকা ভটিয়া (৬), হরমনপ্রীত (১), স্মৃতি মান্ধানা (২৯), রিচা ঘোষ (১৯), জেমাইমা রডরিগেজ (২৫) কেউই বড় রান পাননি। দীপ্তি শর্মা ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।